সাধক-কণ্ঠহার।

[শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিত্য প্রয়োজনীয়।]

"নাম্না হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি সংসার পারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।
নরঃ সত্যং কলিদোষজন্মপাপং নিহন্ত্যাস্ত কিমত্র চিত্রম্॥"

—স্কান্দে।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম

শ্রীদেবকীনন্দন যন্ত্রে—

শ্রীমৎ রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুরের

অর্থানুকূল্যে

শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৯।

নির্ঘণ্ট।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরায় নমঃ।

সাধক-কণ্ঠহার।



শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।

প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টি কৃতার্থী কৃতভূতলং।
সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমং ॥১॥
মহৌজসা মহাভাগোন্মহাপতিতপাবনান্।
মহাভাগবতান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিনঃ ॥২॥
ততঃ শচী-জগন্নাথৌ খ্যাতৌ ভূদেবরূপিণৌ।
শ্রীবিশ্বরূপবিশ্বম্ভরয়োঃ পিতরৌশুভৌ ॥৩॥
বন্দ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্যাগ্রজরূপিনং।
শঙ্করারণ্যনামানং বিশ্বরূপং মহাশয়ং ॥৪॥
গদাধর প্রাণনাথং লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়াপতিং।
সাক্ষাৎ প্রেমকৃপামূর্ত্তিং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং ॥৫॥
তথা পদ্মাবতী শ্রীমন্মুকুন্দদ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দ স্বরূপস্য পিতরাবতুলশ্রিয়ৌ ॥৬॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রং বসুধা জাহ্নবাপতিং।
শ্রীবীরভদ্রজনকং সর্ব্বপাষণ্ডখণ্ডনং ॥৭॥

যদ্যপি প্রকৃতি ক্ষুদ্রো বুদ্ধিমান্নৃপালকঃ স্বয়ং।
অনন্ত বৈষ্ণবানন্ত মহিমাখ্যান বালিশঃ ॥৮॥
তথাপি রসনালৌল্যাদত্যন্তান্তকুতূহলাৎ।
করোমি বৈষ্ণবানন্তাভিধানং স্মরণং কিয়ৎ ॥৯॥
কিঞ্চাত্রমহিমাজ্ঞস্থ্য সর্ব্বেষ্বেতন্নিবেদনং।
ক্রমভঙ্গ ভবাদোষানগ্রাহ্যাঃ স্বগুণোদয়াৎ ॥১০॥
শ্রীমাধবপুরী শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যস্তথাচ্যুতঃ।
গোপীনাথঃ শ্রীনিবাসো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ॥১১
হরিদাসঃ শ্রীমুরারিগুপ্ত নারায়ণস্তথা।
মুকুন্দ বাসুদেবশ্চ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ॥১২॥
পীতাম্বর জগন্নাথৌ শ্রীনারায়ণশঙ্করৌ।
শ্রীরামপণ্ডিতশ্চক্রবর্ত্তি নীলাম্বরস্তথা ॥১৩॥
গঙ্গাদাসদ্বিজোবিষ্ণুঃ শ্রীসুদর্শনপণ্ডিতঃ।
বিদ্যানিধি তথা বুদ্ধিমন্ত শ্রীলসদাশিবঃ ॥১৪॥
শ্রীগর্ভশ্রীনিধিঃ শুক্লাম্বরঃ শ্রীধরপণ্ডিতঃ।
কবিচন্দ্রোরামদাসো বনমালীহলায়ুধঃ ॥১৫॥
বিজয়ানন্দনাচার্য্য ঈশানোগরুড়ধ্বজঃ।
জগদীশঃ সঞ্জয়শ্চ শ্রীমান্‌কাশীশ্বরস্তথা ॥১৬॥
গঙ্গাদাস বাসুদেবৌ ভদ্ররাম মুকুন্দকৌ।
শ্রীবল্লভাচার্য্যনামোমিশ্র শ্রীলসনাতনঃ ॥১৭॥

আচার্য্য বনমালীচ কাশীনাথদ্বিজোত্তমঃ ।
ঈশ্বরাভিধানেপুরী শ্রীমৎকেশবভারতী ॥১৮॥
পরমানন্দাখ্যপুরীচ দামোদরস্বরূপকঃ ।
নৃসিংহাখ্যাচতীর্থশ্চ রামচন্দ্রপুরীতথা ॥১৯॥
ব্রহ্মানন্দপুরীচৈব শ্রীসত্যানন্দভারতী ।
শ্রীমৎ সুখানন্দপুরী শ্রীগোবিন্দপুরীতথা ॥২০॥
গরুড়াবধূতোদেবঃপুরী রাঘবসংজ্ঞকঃ ।
ব্রহ্মানন্দস্বরূপশ্চ পুরী শ্রীযুতকেশবঃ ॥২১॥
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী বিশ্বেশ্বরানন্দমহাশয়ঃ ।
শ্রীসচ্চিদানন্দনামানু ভবানন্দ এব চ ॥২২॥
শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দপুরী নৃসিংহানন্দভারতী ।
কাশীশ্বরাখ্যোদেবোনুপমঃ শ্রীলসনাতনঃ ॥২৩॥
শ্রীরূপোজীবঃ প্রবোধানন্দ শুদ্ধসরস্বতী ।
রঘুনাথোলোকনাথ শ্রীমদ্গোপালভট্টকঃ ॥২৪॥
রঘুনাথদাসভট্টঃ শ্রীমদ্ভূগর্ভনামকঃ ।
রাঘবোজগদানন্দপণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ ॥ ৫॥
কাশীমিশ্রো রায়রামানন্দো বক্রেশ্বরোদ্বিজঃ ।
শ্রীমদ্বাণীনাথ পট্টনায়কঃ শ্রীগোবিন্দকঃ ॥২৬॥
সদাশিব কবিখ্যাভৃদ্দাসবংশ গদাধরঃ ।
শ্রীমচ্ছিবানন্দসেন শ্রীমুকুন্দভিষগ্‌বরঃ ॥২৭॥

শ্রীমন্নরহরি শ্রীল রঘুনন্দন এব চ।
রঘুনাথদাস বৈদ্যোপাধ্যায় মধুসূদন ॥২৮॥
দেবানন্দদ্বিজবরঃ শ্রীলাচার্য্য পুরন্দরঃ ॥
শ্রীযুক্তাচার্য্য চন্দ্রশ্চ শ্রীকৃষ্ণদাস পণ্ডিতঃ ॥২৯
সতীর্থ পরমানন্দঃ শ্রীমচ্ছশিধর স্তথা।
শ্রীগোবিন্দমাধবো বাসুদেবঘোষাভিধানভূৎ ॥
শ্রীল শ্রীরামদাসশ্চ সুন্দরানন্দ এব চ।
শ্রীপরমেশ্বর শ্রীমৎ পুরুষোত্তম এব চ ॥৩১॥
শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীগৌরদাসঃ শ্রীকমলাকরঃ।
বংশীগীত প্রকাশ শ্রীবংশীবদনদাসকঃ ॥৩২॥
শ্রীমদুদ্ধরণঃ শ্রীলদ্বিজ শ্রীপুরুষোত্তমৌ।
কবিরাজ মিশ্রবর্য্যো মধুসূদনপণ্ডিতঃ ॥৩৩॥
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গোবিন্দাচার্য্য এব চ।
শ্রীসার্ব্বভৌমকঃ শ্রীলাচার্য্যস্তথৈবচ ॥৩৪॥
শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্রশ্চ রঘুনাথধরামরঃ।
হরিদাসদ্বিজ শ্রীল সারঙ্গোমকরধ্বজঃ ॥৩৫॥
শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ।
প্রদ্যুম্নমিশ্র স্তপনাচার্য্যঃ শ্রীভগবানস্তথা ॥৩৬॥
ঔঢ়ুজ শ্রীশিবপ্রদাসোম্বষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুদাসকঃ।
বনমালিদাসবৈদ্যো হরিদাসো গদাধরঃ ॥৩৭॥

ঔড্রজ শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতঃ।
বলরাম জগন্নাথদাস শ্রীচন্দনেশ্বরঃ ॥৩৮॥
সিংহেশ্বরঃ শিবানন্দো বলরাম মহোত্তমঃ।
সুবুদ্ধি মিশ্র তুলসী মিশ্রঃ শ্রীনাথসংজ্ঞকঃ ॥৩৯॥
কাশীনাথ হরিভট্টঃ পট্টনায়কমাধবঃ।
রামানন্দবসু ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥৪০॥
শ্রীরামচন্দ্রভূদেব শ্রীমচ্ছ্রীকর পণ্ডিতঃ।
যদুনাথ কবিচন্দ্রঃ পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয়ঃ ॥৪১॥
আচার্য্য শ্রীল ভগবান শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতঃ।
তথা শ্রীল লক্ষ্মণাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণদাস এব চ ॥৪২॥
চৈতন্যদাসঃ পরমানন্দগুপ্ত ভিষগ্‌বরঃ।
শ্রীজগন্নাথ কংসারিসেনঃ শ্রীযুক্ত ভাস্করঃ ॥৪৩॥
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ শ্রীরামসেনবল্লভঃ।
শ্রীযুক্ত বলরামাখ্যোদাসোমহেশপণ্ডিতঃ ॥৪৪॥
কবিরাজ শ্রীমুকুন্দানন্দ শ্রীজীবপণ্ডিতঃ।
চিরঞ্জীবঃ কৃষ্ণদাসাখ্য বালকঃ ॥ ৪৫ ॥
যদুনাথদাসবর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণদাসপণ্ডিতঃ।
রামতীর্থ কৃষ্ণতীর্থঃ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥৪৬॥
শ্রীমজ্জগন্নাথতীর্থো রঘুনাথপুরী তথা।
শ্রীবাসুদেবতীর্থশ্চ শ্রীলোপেন্দ্রাভিধাগ্রজঃ ॥৪৭॥

পুরী শ্রীলানন্তহরি হরানন্দকভারতী।
শ্রীমন্নৃসিংহচৈতন্যঃ শ্রীমদাচার্য্যমাধবঃ ॥৪৮॥
শঙ্করোমাধবানন্তাচার্য্যো দাস সনাতনঃ।
শিবানন্দ চক্রবর্ত্তি দ্বিজনারায়ণাদয়ঃ ॥৪৯॥
যত্রতান্ স্মরতিপ্রাতঃ শৃণুতেবাপিভক্তিতঃ।
কস্মিন্কালেপি সপুমান যাতনাং নহ্যেতিধ্রুবং ॥৫০
এতান্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য স্মৃত্যোনমস্কুরুতেজনঃ।
শ্রীবৈষ্ণবপদে তস্য নাপরাধ কদাচন ॥৫১॥
লভতে বৈষ্ণবপদমেতেষাং স্মৃতিমাত্রতঃ।
ভক্তিঞ্চ প্রেমপীযূষাং মধুরাং দেবদুর্ল্লভাং ॥৫২॥
সর্ব্বেষামপ্যুপাদেয়ঃ সর্ব্ববেদাদিকস্তথা।
শ্রবনন্নয়নাচ্চিন্তাদপি দূরহিবৈষ্ণবঃ ॥৫৩॥
ইতি শ্রীদেবকীনন্দন কবিরাজেন বিরচিতং
বৈষ্ণবগণনাভিধানং সমাপ্তং।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবপাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমোনমঃ।

হাটপত্তন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার ॥
কলি ঘোরপাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায় ॥
শচীগর্ভসিন্ধু মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তার দূরে গেল তিমির বিনাশ ॥
ভকত চকোর তায়, মধুপান কৈল।
অমিয় মথিয়া তাহা বিস্তার করিল ॥
পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌতরায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈলা অদ্বৈত তাহায় ॥
ঢালিয়া ঢালিয়া খায় আর যত জন।
প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিত পাবন ॥
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্যগোসাঞি।
নদী নালা সব আসি হৈলা এক ঠাঁই ॥

পূরিপূর্ণ হঞা বহে প্রেমামৃতধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা পারা।
সঙ্কীর্ত্তন ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত মকর তাহে ডুবিঞা রহিল॥
তৃণরূপী ভাসে যত পাষণ্ডীরগণে।
ফাঁফরে পড়িঞা তারা ভাবে মনে মনে॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল।
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে।
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন॥
ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল।
পাষণ্ডদলন নাম নিশান গাড়িল॥
চারি দিকে চারি রস কুঠরি পুরিয়া।
হরি নাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া॥
চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন।
হাট করি বেচে কিনে যার যেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছদ্দি হইলা তাহে মুরারি মুকুন্দ॥

চৈতন্য ভাণ্ডারি আর পণ্ডিত গদাই।
অদ্বৈত মুন্সী ভেল দামোদর পরুখাই॥
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হঞা ফিরেন গর্জ্জিয়া॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলি করিয়া।
হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হৈঞা॥
দাঁড়ী ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দূর॥
শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুইজন।
এইমত প্রেমসিন্ধু হাটের পত্তন।
সঙ্কীর্ত্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজ-আজ্ঞামতে বংশী-আদি পান কৈল॥
পান করি মত্ত সবে হইল বিভোল।
নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল॥
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা জনে জনে॥
এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া॥

তাঁহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চূর॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী॥
হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পুরিয়া॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা।
ভাণ্ডার স্মঙরি রূপ মোহর করিলা॥
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাঁহা যাই কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিগর আইল যত স্বরূপেরগণ॥
কারিগর হঞা রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরখিয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা কবি শ্রীরূপগোসাঞি সবে থুইলা
শ্রীজীব গোসাঞি তাহা গড়ন গড়িলা॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর হঞা কেহ বেতন লইল॥

নরোত্তম দাস আর শ্রীশ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ॥
এই সব রস দেখি সর্ব্বশাস্ত্র কয়।
লোক অনুসারে মিলে রূপের কৃপায়॥
শ্রীগুরু-কৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা।
সঙ্ক্ষেপে কহিব কিছু এই সব কথা॥
প্রেমের হাট প্রেমের ঘাট প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব লীলারঙ্গ॥
প্রেমের সাগরে হংস শ্রীরূপ হইল।
ক্ষীর নীর রত্ন মণি পৃথক করিল॥
মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার।
কি জানি চৈতন্যলীলা সমুদ্র পাথার॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হৃদয়েতে ধরি।
চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি॥
করুণাসাগর মোর গৌর-নিত্যানন্দ।
দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ॥ ১॥

বৈষ্ণবশরণ।

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবেরগণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুরগণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দো সবার চরণ ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দো হঞা অনুরক্ত ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দো করিয়া প্রণতি ॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গেরগণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দো সবার চরণ।
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দো দন্তে করি ঘাস ॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ॥
মহাপ্রভুরগণ সব পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি ॥

তত্রাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দনদাস এই লোভে কয়॥ ১॥

নামসঙ্কীর্ত্তন।



জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্ত-বৃন্দ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈতগোসাঞি।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিত প্রবর॥
শ্রীবংশীবদন জয় গৌর-প্রিয়োত্তম।
শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ॥

সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর॥
জয় জয় গুরু গোসাঞি শরণ তোঁহার।
যাঁহার কৃপাতে তরি এভব সংসার॥
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপ গোসাঞি।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাসরঘুনাথ॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
জয় শ্রীগোপালদেব ভকত বৎসল।
নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরীগোসাঞি লাগি যাঁর নাম ক্ষীরচোর॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাস-মণ্ডল সর্ব্বোত্তম॥
শ্রীরস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল॥
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা॥

জয় রে দ্বাদশ বন কৃষ্ণলীলা স্থান।
তাল বন খাজুর বন ভাণ্ডীর বন নাম॥
জয় জয় বেলবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ্ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় নিভৃত নিকুঞ্জ রম্যস্থান॥
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম॥
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতা কুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ লীলা স্থান॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবনসরোবর॥
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম॥
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥

জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয় বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট ॥
জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণ প্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয় ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া
জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য আনন্দরূপিণী ॥
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্বসখীগণ।
যাঁ৷ সবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন ॥
জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রিয়তম।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা অতি মনোরম ॥
জয় জয় ব্রজগোপ শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠা গোপী মাঝ ॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন ॥
জয় জয় রত্নবেদী রত্নসিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ।
শুন শুন ওরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ লীলা করহ ভাবনা ॥

এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ॥
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নামসঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥ ১॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয়, জয় মহাবন॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥
শ্রীনন্দযশোদা জয় জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎসধন॥
জয় বৃষভানু, জয় কৃত্তিকাসুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীরনগরী॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥

জয় রামঘাট জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥
জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ!
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দ চরণ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয় জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্ব মনোরম॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্ব-রস-সার।
পরকীয়া ভাবে যাঁহা ব্রজেতে প্রচার॥
শ্রীজাহ্নবী পাদপদ্ম করিয়া শরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ ২॥

ধাওল নদীয়া লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥
চিরদিনের গোরা-চাঁদ-বদন হেরিয়া।
দুঃখিত চকোর আঁখি রহল মাতিয়া॥
হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে বিভোর।
জননী পাইয়া গোরাচাঁদে করে ক্রোড়॥
মরণ শরীর যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষ গান॥ ৩।

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধম তারণ ॥
জগত কারণ তুমি জগত জীবন।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ ॥
ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি ॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উদ্ধারে ॥৪॥

হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয় গোসাঞের করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর মুই তার দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥
তাঁদের চরণসেবিভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
আনন্দে বলহ হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস॥ ৫॥

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।

ভূমিকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দে না জানিয়া।
নিন্দিনু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া॥
সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধিগ্রস্ত হৈনু।
মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈনু॥

নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার।
পরিণামে কেন মোর না কৈল নিস্তার॥
নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
সেইকালে দন্তে তৃণ ধরি দূরে হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ পদ্মেতে॥
পতিতপাবন অবতার নাম সে তোমার।
জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার॥
তাহা হৈতে কোটি গুণে অপরাধী আমি।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী॥
প্রভু আজ্ঞা দিলা, অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হয়েছে তোমার তার পড়হ চরণে॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু।
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুষোত্তম পাদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে॥
বৈষ্ণবনিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥
প্রভুপাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লসিত হিয়া॥

বৈষ্ণব গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু গমন॥
যথা যথা যার নাম শুনিনু শ্রবণে।
যার যার পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে॥
শাস্ত্রে বা যাহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্বপ্রভুর নামমালা গ্রন্থন করিনু॥
ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা॥
এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন।
তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন॥
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে।
দেবতা অসুর ঋষি সকলে সমানে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর মনুষ্য আদি করি।
ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁরে নমস্করি॥
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত মত।
বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত॥
পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে।
আভীর কঙ্ক আদি করি সকলে সমানে॥
সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত।
ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য॥

যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সবারে বন্দিব সবে জগত দুর্লভ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন-নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্ব অবতার সর্ব্ব ভক্ত জনাশ্রয়॥

আভীর রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগত বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ॥ ধ্রু॥

মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করি গুরু বৈষ্ণব চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন হঙ নীচ শিশু অল্পমতি॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু বৈষ্ণব প্রসাদে।
ক্রম ভঙ্গ না লইবে মোর অপরাধে॥
বন্দো শচীজগন্নাথমিশ্রপুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥

বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিতপাবন অবতার ধন্য ধন্য॥
বন্দো লক্ষ্মীঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি বন্দনা করিয়া॥
বন্দো পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত॥
দয়ার ঠাকুর বন্দো শ্রীনিত্যানন্দ।
যাঁহা হৈতে নাট গীত সবার আনন্দ॥
বসুধা জাহ্নবী বন্দো দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥
বীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে॥
জাহ্নবীর প্রিয় বন্দো রামাই গোসাঞি।
যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥
শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দিব যতনে।
অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে॥

গোসাঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দিব সাদরে।
জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে॥
গোসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দ এক মনে।
যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে॥
নিত্যানন্দ সুতা বন্দো গঙ্গা ঠাকুরাণী।
ভুবন ভরিঞা যাঁর সুযশ বাখানি॥
দয়ার ঠাকুর বন্দো যতেক বৈষ্ণব।
যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধামাধব॥

ভাটিয়ার রাগ।

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসিশিরোমণি।
এমন সুন্দর নাম কভু নাহি শুনি॥ ধ্রু॥

সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
বিষ্ণুভক্তি পথে যে প্রথমে অবতরী।
আচার্য্য গোসাঞি বন্দ অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর॥
সীতা ঠাকুরাণী বন্দ হঞা এক মন।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দ তাঁহার নন্দন॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্তচূড়ামণি।
যাঁর নাম লুয়ে প্রভু কাঁদিলা আপনি॥

বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন পূজিত॥
শ্রী.রাম শ্রীপতি আর শ্রীনিধি তিন জন।
তাঁহাদের পাদপদ্ম করিব বন্দন॥
ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী॥
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁরে কহিলা আপনে॥
হরিদাস ঠাকুর বন্দ জগত প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ায় হরিনাম॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দ জগত বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত।
বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ চন্দ্র সুশীতল।
আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দ মহিমা অপার।
গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যাঁর অধিকার॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব॥

বাসুদেব দত্ত বন্দ বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥
বন্দ মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
বন্দ শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন॥
বন্দ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দ গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
বন্দ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত খান মনোহর প্রেমনিধি॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর॥
নন্দন আচার্য্য বন্দ লেখক বিজয়।
বন্দ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥
বন্দ খোলাবেচা খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল॥
বন্দ ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর বিকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥

হলায়ুধ ঠাকুর বন্দ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥
বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দ জগদীশ আর শ্রীমান সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দ করিয়া বিনয়॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরায় মুকুন্দ বন্দ করিয়া আনন্দ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দ জগজনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী॥
সনাতন মিশ্র বন্দ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আচার্য্য বনমালী বন্দ দ্বিজ কাশীনাথ।
প্রভুর বিবাহে যিঁহ ঘটক সাক্ষাৎ॥
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ সবার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥

সুখরাই রাগ।

ভাল অবতার শ্রীচৈতন্য অবতার।
এমন করুণানিধি কভু নাহি আর॥ ধ্রু॥

গোসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দ সাবধানে।
লোক শিক্ষা দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁর স্থানে
কেশব ভারতী বন্দ সান্দীপনীমুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসিগুরু করিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ॥
পরমানন্দপুরী বন্দ উদ্ধব-স্বভাব।
দামোদর পুরী বন্দ সত্যভামার ভাব॥
নরসিংহতীর্থ বন্দ পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দ পুরী ব্রহ্মানন্দ॥
নৃসিংহপুরী বন্দ সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দ করিয়া যতন।
বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন॥
ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দ বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দ শ্রীরাঘবপুরী॥

বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দ বিশ্বপরকাশ।
মহাপ্রভুপদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস॥
শ্রীকেশবপুরী বন্দ অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ॥
শ্রীবংশীবদন বন্দ যুড়ি দুই কর।
যাঁরে বংশী অবতার কৈলা গদাধর॥
গৌরাঙ্গের প্রাণসম শ্রীবংশীবদন।
যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্যচরণ॥
বন্দ রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন ভূমি দুহে করিলা নির্ণয়॥
শ্রীজীব গোসাঞি বন্দ সবার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব॥
রঘুনাথদাস বন্দ রাধাকুণ্ডবাসী।
রাঘব গোসাঞি বন্দ গোবর্দ্ধনবিলাসী॥
বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবনমাঝে।
সনাতন রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে॥
কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দ হঞা একমতি।
মথুরামণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি॥

শুদ্ধ সরস্বতী বন্দ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি॥
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব যতনে।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে॥
লোকনাথ গোসাঞি বন্দ ভুগর্ভঠাকুর।
দীনহীন লাগি যাঁর করুণা প্রচুর॥
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দ সাক্ষাৎ সরস্বতী।
প্রভুর পদেতে যাঁর সুদৃঢ় ভকতি॥
মহা-অনুভব বন্দ পণ্ডিত রাঘব।
পাণিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥
পুরন্দর পণ্ডিত বন্দ অঙ্গদবিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গূল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ।
কাশীমিশ্র বন্দ প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র বন্দ রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দ॥
রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দ দিব্যশরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির॥

বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দ একমনে।
সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেমগুণে॥
প্রেমময় তনু বন্দ সেন শিবানন্দ।
জাতি, প্রাণ, ধন যাঁর গোরাপদদ্বন্দ্ব॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর॥
বন্দিব মুকুন্দদত্ত ভাবে শুদ্ধ চিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইল মূর্চ্ছিত॥
প্রেমের আলয় বন্দ নরহরি দাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ বিলাস॥
মধুরচরিত্র বন্দ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবনমোহন॥
সকল মহান্তপ্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
নিতাই দিলেন যাঁরে সুমাল্যচন্দন॥
প্রেমসুখময় বন্দ কানাই ঠাকুর।
মহাপ্রভু দয়া যাঁরে করিল প্রচুর॥

রঘুনাথ দাস বন্দ প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দ পণ্ডিত দেবানন্দ।
গৌরপ্রেমময় বন্দ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র॥
আকাই হাটের বন্দ কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দ সতীর্থ প্রভুর॥
গোবিন্দঘোষ ঠাকুর বন্দ সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥
বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান্।
প্রভু যাঁর করিলা অভ্যঙ্গ স্বরদান॥
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥
ঠাকুর শ্রীরামদাস বন্দিব সাদরে।
যোড় শাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করি ধরে॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জাম্বিরের গাছে॥
অভিরাম ঠাকুর বন্দ করিয়া যতন।
যাঁহার অদ্ভুত ভাব না যায় কথন॥
পরমেশ্বরী ঠাকুর বন্দ সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন স্থানে॥

ইষ্টদেব বন্দ শ্রীপুরুযোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপম ॥
সর্ব্বগুণহীন যে তাদের দয়া করে।
অপনার সহজ করুণাশক্তি বলে ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া ॥
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ ॥
যাঁর অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক সর্ব্বজ্ঞাতা হন শিশুকালে ॥
কবরীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সবা বিদ্যমানে ॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥
কালা কৃষ্ণদাস বন্দ বড় ভক্তি করি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজধারী ॥
কমলাকর পিপলাই বন্দ ভাববিলাসী।
যে প্রভুর বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী ॥

রত্নাকরসুত বন্দ শ্রীপুরুষোত্তম্।
নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম॥
উদ্ধারণ দত্ত বন্দ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইলা সর্ব্বতীর্থ।
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞে নিল উৎকলনগরী॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান
বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমনে।
শ্রীমকরধ্বজ বন্দ প্রভুর গায়নে॥
রুদ্রারি কবিরাজ বন্দ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দ অনন্ত আচার্য্য॥
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দ সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী॥
সার্ব্বভৌম বন্দ বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব॥
বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্ভুজ আকৃতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দ উড়িয়া বিপ্রদাস।
অভিন্ন অচ্যুত বন্দ আচার্য্য শ্যামদাস॥

দ্বিজ হরিদাস বন্দ বৈদ্য বিষ্ণুদাস।
যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস॥
কানাই খুটিয়া বন্দ বিশ্ব পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর॥
বন্দ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দ সঙ্গীত পণ্ডিত।
যাঁর গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র, মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দ মাহিতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরি ভট্ট বন্দ মাহিতী বলরাম।
বন্দ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে
বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।
মাধব পণ্ডিত বন্দ বড় ভক্তি করি॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দ দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্ব্বসুখময় বন্দ যদু কবিচন্দ্র॥

বিলাসী বৈরাগী বন্দ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দ আশ্চর্য্য লক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত বন্দ বড় শুদ্ধ মন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দ বিদিত সংসার।
বসুধা জাহ্নবী বন্দ দুই কন্যা যাঁর॥
মুরারি চৈতন্যদাস বন্দ সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ সমানে॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দ সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ॥
শ্রীকংসারি সেন বন্দ সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বন্দ বিশ্বকর্ম্মা অনুভব॥
সঙ্গীতরচক বন্দ বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দ বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দ নৃত্যবিনোদী॥
নারায়ণীসুত বন্দ বৃন্দাবন দাস।
যাঁহার কবিত্বগীত জগতে প্রকাশ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস॥

পরমানন্দ অবধৌত বন্দ একমনে।
সর্ব্বদা উন্মত্ত যেঁহ বাহ্য নাহি জানে॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
জগন্নাথ মিশ্র বন্দ মধুর চরিত॥
পুরুষোত্তমপুরী বন্দ তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরামতীর্থ বন্দ পুরী রঘুনাথ॥
বসুদেবতীর্থ বন্দ আশ্রমী উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্তপুরী হরিহরানন্দ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দ নির্ম্মলচরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীবপণ্ডিত॥
বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম।
প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম॥
মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্বশীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দ দিব্য লোচন শ্রীরামচন্দ্র দাস॥
শ্রীশঙ্কর বন্দ বড় অকিঞ্চনরীতি।
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি॥

প্রেমানন্দময় বন্দ আচার্য্য মাধব।
ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সবার অনন্ত বৈভব ॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥
সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর ॥
শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব-চরণে।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব বন্দনে ॥
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন ॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা ॥
দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরশতনাম।

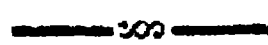
জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন।
শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিতপাবন॥
জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
অধমতারণ নাথ ভকত আশ্রয়॥
জীবের জীবন গোরা করুণাসাগর।
জগন্নাথমিশ্র সুত গৌরাঙ্গসুন্দর॥
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু।
শ্রীগৌরগোপালদেব বাঞ্ছাকল্পতরু॥
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দদাতা।
সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা॥
শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি।
লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব ধন অগতির গতি॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়।
সর্ব্বগুণনিধি সর্ব্বরসের আলয়॥
জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র।
অদ্বৈত আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র॥
বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ-সুনাগর।
ভুবনবিজয়ী সর্ব্বজনমুগ্ধকর॥

রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি রসিক সুঠাম।
ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দধাম॥
স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন।
শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন॥
শ্রীজীববৎসল প্রভু ভকতবৎসল।
ভট্ট গোসাঞির প্রিয় দুর্ব্বলের বল॥
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস।
ভগবান ভক্তরূপ অনন্তপ্রকাশ॥
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকতরঞ্জন।
শ্রীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন॥
অভিরাম ঠাকুরের সখা সর্ব্বপাতা।
চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা॥
পরমেশ পরাৎপর দুঃখ বিমোচন।
জগাই মাধাই আদি পাপী উদ্ধারণ॥
রসরাজমূর্ত্তি রামানন্দবিমোহন।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গর্ব্ববিনাশন॥
অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জনদলন।
পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জানিবারণ॥
পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণবজীবন।
সুখদাতা সুখময় ভবন ভাবন॥

বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন।
শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্তচিত্তসুরঞ্জন॥
নয়নের অভিরাম ভাবুকরমণ।
ভক্তচিত্ত-চোর ভক্তচিত্ত-বিনোদন॥
নদীয়াবিহারী হরি রমণীমোহন।
দ্বিজকুলচন্দ্র দ্বিজকুলপূজ্যতম॥
সুকবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়নরঞ্জন।
বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ॥
ভাবুক সন্ন্যাসী সর্ব্বজীবনিস্তারক।
ভাবুকজনার সুখ দিতে সুনায়ক॥
প্রতাপরুদ্রের অভিলাষপূর্ণকারী।
স্বরূপাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী॥
সর্ব্ব অবতার সার করুণানিধান।
পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ॥
অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা।
অনন্তাদি দেবে যাঁর দিতে নারে সীমা॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার।
যাঁহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর॥
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়।
নামের সহিত প্রভু সতত আছয়॥

গৌর নাম হরি নাম একই যে হয়।
ভাগবতবাক্য এই কভু মিথ্যা নয়॥
কর কর ওরে মন নামসঙ্কীর্ত্তন।
পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন॥
গৌর নাম কৃষ্ণ নাম অতি সুমধুর।
সদা আস্বাদয়ে যেই সে বড় চতুর॥
শিব আদি যেই নাম সদা করে গান।
সে নামে বঞ্চিত হলে কিসে হবে ত্রাণ॥
এই শত অষ্ট নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
শত অষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ।
তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন॥
শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
শত অষ্ট নাম গায় এ শচীনন্দন॥ ১॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম।



জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণাসাগর॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
হরি নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু॥
ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন॥

উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল॥
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই॥
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী।
কালসোণা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী॥
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশী-ধারী।
কুব্জা রাখিল নাম পতিতপাবন হরি॥
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্বমুনি রাখে নাম দেবচক্রপাণি।
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী॥
গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুসূদন।
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ॥
পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ।
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু॥
সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্যভঞ্জন।
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন॥
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর।
পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর॥

যুধিষ্ঠির রাখে নাম দেব যদুবর।
বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর॥
বাসুকী রাখিল নাম দেব সৃষ্টি স্থিতি।
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথি॥
নারদ রাখিল নাম ভক্তপ্রাণধন।
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মীনারায়ণ॥
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি।
জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার।
অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি।
পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলী সদাচারী।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহমুরারি॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ॥
স্বরূপে তোমার হয় গোলকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি॥
বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্ব্যূহসহ।
মহৈশ্বর্য্য পূর্ণ হয়ে বিহার করহ॥

অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন।
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারগণ ॥
ক্ষীরোদকশায়ী হরি গর্ভোদবিহারী।
কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ।
সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় শেষ ॥
পূতনাবিনাশকারী শকটভঞ্জন।
তৃণাবর্ত্ত, বক, কেশী, ধেনুক মর্দ্দন ॥
অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন।
গিরিগোবর্দ্ধনধারী অর্জ্জুনভঞ্জন ॥
কালিয়দমনকারী যমুনাবিহারী।
গোপীকুলবস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী ॥
ইন্দ্র দর্পনাশকারী কুব্জামনোহারী।
চাণূর, কংসাদিনাশী অক্রূরনিস্তারী ॥
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশুগোপবেশ।
শিখিপুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ ॥
পীতাম্বর বেণুধর শ্রীবৎস লক্ষণ।
গোপগোপীপরিবৃত কমলনয়ন ॥
বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন।
মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন ॥

সত্যভামাপ্রাণপতি রুক্মিণীরমণ।
প্রদ্যুম্নজনক শিশুপালাদিদমন ॥
উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকারপতি।
ত্রিভুবনপরিত্রাতা অখিলের গতি ॥
শাল্বদন্তবক্রনাশী মহিষীবিলাসী।
সাধুজনত্রাণকর্ত্তা ভূভারবিনাশী ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু।
ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু ॥
দেবের আরাধ্য দেব মুনিজনগতি।
যোগিধ্যেয়পাদপদ্ম রাধিকার পতি ॥
রসময় রসিক নাগর অনুপম।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম ॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর ॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিতপাবন গুরু জ্ঞান উপদেশ ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেবচক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি ॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা ॥

নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার সুবর্ণ গোকোটি কন্যা দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই নামসঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপবিমোচন॥
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হৈলে কি হবে উপায়॥
হিরণ্যকশিপুর উদরবিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥
অষ্টোত্তর শত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ ॥
বকাসুর বধ আদি কালীয় দমন।
দ্বিজ হরি কহে এই নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা।

সংপ্রার্থনাত্মিকা।

(১)

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি১।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি২॥

১। 'আকুতি'—ব্যগ্রতা।

২। 'যুগল পিরীতি'—শ্রীরাধামাধবের পরস্পরের প্রেম। এই প্রেমবোধ অত্যন্ত দুর্লভ। ইহা বুঝিলে জীবের ইতর রসে বিরক্তি জন্মে এবং তৃপ্তি ও নির্বৃতি লাভ হয়। এই কারণ প্রার্থনা করিলেন, 'কবে হাম' ইত্যাদি।

রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

(২)

দৈন্যবোধিকা।

হরি! হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, না ভজিনু[১] তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ[২] ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহাঁ সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥

১। পাঠান্তর—সেবিনু।

২। 'রাগের সম্বন্ধ'—ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ, তাহার সম্বন্ধ—সংযোগ অর্থাৎ শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণ রাগবশতঃ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ লাভ করেন তাহা বুঝিলাম না। কিম্বা রাগের সম্বন্ধ রাগানুগাভক্তির কুটুম্বিতা অর্থাৎ ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণে "যাঁহাদের পরমাবিষ্টতা" তাঁহাদের পরস্পরের যে কুটুম্বিতা—কুটুম্ববৎ প্রীতি অর্থাৎ সজাতীয় রসজ্ঞ ভক্তজনে প্রীতি বুঝিলাম না। তাহাই বলিতেছেন, 'স্বরূপ রূপ সনাতন' ইত্যাদি। অর্থাৎ রাগের সম্বন্ধ বুঝিলে ইহাঁদিগের সেবা করিতাম।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দলীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥
সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

(৩)

সম্প্রার্থনাত্মিকা।

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহ অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়,
অবধান কর নাথ ! মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র ! গোপীজন-বল্লভ !
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি !
১হেমগৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥

১। "হেমগৌরী····· জুড়ায় পরাণী। 'হেমগৌরী'—স্বর্ণ-গৌরী শ্রীরাধা। 'শ্যামগায়'—শ্যামকলেবর শ্রীকৃষ্ণ; 'শ্রবণে পরশ পায়' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ রূপের বার্ত্তা কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

[১]অধমদুর্গতিজনে, কেবল করুণামনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি॥
জয় রাধে! জয় কৃষ্ণ! জয় জয় রাধে! কৃষ্ণ!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! জয় জয় রাধে!
[২]অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পুরাও মন সাধে॥

(৪)

স্বাভীষ্ট লালসা।

হরি! হরি! হেন দিন হইবে আমার।
দুঁহু অঙ্গ পরশিব, দুঁহু অঙ্গ নিরখিব,
সেবন করিব দোঁহাকার॥

'গুণ শুনি'—শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ শুনি; 'পরাণী'—প্রাণ। জুড়ায়—শীতল হয়।

১। 'অধম দুর্গতিজনে কেবল করুণামনে'—অধম দুর্গতি-জনের প্রতি তোমাদের কেবল করুণাযুক্ত মন।

২। পাঠান্তর—অঞ্জলি মস্তকে ধরে৷, নরোত্তমদাসে হেরো,
এইবার পুরাও মন সাধে॥

ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনকসম্পুট[১] করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব অধর যুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
এই মোর জীবন উপায়[২]।
জয় পতিতপাবন[৩], দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

১। 'কনকসম্পুট'—সোনার ডিবা।

২। 'জীবনউপায়'—জীবাতু—প্রাণ থাকিবার সামগ্রী।

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত অলভ্য, এই কারণ শ্রীনিজগুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামীপাদের অসীম করুণা মনে হওয়ায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন; 'জয় পতিতপাবন......নরোত্তম লইল শরণ' এই অংশ অর্দ্ধবাহ্যদশায় উক্তি

(৫)

দৈন্যবোধিকা।

হরি! হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥
গোলোকের প্রেমধন[১], হরিনামসঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার-বিষানলে[২], দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল, হরি নামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হাহা প্রভু নন্দসুত! বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার॥

১। পাঠান্তর—গোলোকের প্রাণধন।
২। পাঠান্তর—সংসার বিষয়ানলে।

(৬)

সাধকদেহোচিত লালসা ,

"হরি ! হরি !" কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ গান॥
'রাধিকা গোবিন্দ' বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীবজীবন॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা॥
সবে মিলি কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

(৭)

দৈন্যবোধিকা।

প্রাণেশ্বর ! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে[১]॥

১। 'দেখ মোরে'—আমার প্রতি দৃষ্টি কর।

তুয়া প্রিয় পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
[১]পরম মঙ্গল যশে, শ্রবণ পরশ রসে,
কার কিবা কায নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার গতি, বিষম বিষয় মতি,
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥
মো বড় অধম জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে॥

(৮)

দৈন্যবোধিকা।

গোবিন্দ! গোপীনাথ! কৃপাকরি রাখ নিজপদে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে।

১। 'পরমমঙ্গল……কিবা কায নহে সিদ্ধি'। তোমার পরম মঙ্গল যশঃ—শারীরাদির সদ্গুণ খ্যাতি, তাহার শ্রবণ

হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে
[1]ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি, এজনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল[2]
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

পরশ রস--কর্ণে স্পর্শ নিমিত্ত আনন্দ, তাহাদ্বারা কার কিবা কায সিদ্ধি নহে? অর্থাৎ তোমার পরম মঙ্গল যশঃ কর্ণে স্পর্শ হইয়া আনন্দ প্রাপ্তিমাত্রেই সকলের সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়।

১। 'ভ্রমিয়া'—ঘুরিয়া, 'বুলিয়ে'--বেড়াই; পর্য্যটন করি।

২। পাঠান্তর—নতুবা পরাণ গেল। 'নহে বোল ফুরাইল'—নহিলে বলা শেষ হইল।

(৯)

দৈন্যবোধিকা।

মোর প্রভু মদনগোপাল,[১]
গোবিন্দ গোপীনাথ,
দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসার-সাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,
কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে, লৈঞা ফেল বৃন্দাবনে,
বংশীবট যেন দেখি সুখে॥
কৃপা কর আগু গুরি[২], লহ মোরে কেশে ধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদ ছায়া।

১। পাঠান্তর—পতিতপাবন প্রভু মদনগোপাল।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, তুমি অনাথের নাথ,
দয়া কর এই অধমেরে।
সংসার সাগর ঘোরে, পড়িয়াছি এইবারে,
কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে॥

২। পাঠান্তর—আগুসরি। 'আগুগুরি'—গুড়ি মারিয়া অগ্রসর হইয়া। অর্থাৎ আমি অত্যন্ত পতিত, আমাকে কৃপা করিতে

অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করহ মায়া[১] ॥
অনিত্য এ দেহ ধরি, আপন আপন করি,
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তমদাস ভনে, প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে,
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

(১০)

স্বনিষ্ঠা।

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলাসই মোর ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥

যদি কেহ দেখে, তবে নিষেধ করিবে, এই নিমিত্ত গুড়িমারিয়া অগ্রসর হইয়া কৃপা কর।

১। 'মায়া'—কপটতা।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা[১], তাহে মোর মন ঘেরা[২],
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

(১১)

মনঃশিক্ষা।

নিতাই পদ কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জীবন[৩] জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই[৪], রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥

১। 'চৌতারা'—চত্বর—রঙ্গস্থল। অর্থাৎ রাসনৃত্যের রঙ্গভূমি। ২। পাঠান্তর—ভোরা।

৩। পাঠান্তর—জগত।

৪। 'ভাই'—হে মন।

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি॥
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

(১২)

মনঃশিক্ষা।

অরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি গৃহ-বিষ-কূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ॥
তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে লহরে শরণ।

পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিতপাবন ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাসে কহে, গোরা সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥

(১৩)

শ্রীগৌরভক্ত মহিমা।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তার স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে; সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ! বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

(১৪)

পুনঃ প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনে কে দয়ালু জগৎ সংসারে॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হাহা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দ সুখী!
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই॥
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র[১] সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥

১। 'রামচন্দ্র'--রামচন্দ্র কবিরাজ। ইনি শ্রীনিবা
আচার্য্য প্রভুর শিষ্য এবং এই পদকর্ত্তার অত্যন্ত প্রিয়তম সঙ্গী

(১৫)

সপার্ষদ-ভগবদ্বিরহজনিত বিলাসঃ।

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।
কাঁহা মোর স্বরূপরূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ[১]।
এককালে কোথা গেল গোরানটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস।

ইঁহার ভ্রাতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে সম্যক্ সুপরিচিত মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ। যে সময় এই গীত রচিত হয়, সেই সময় রামচন্দ্র কবিরাজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া কহিতেছেন, 'রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে'।

১। 'কবিরাজ'—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

(১৬)

পুনশ্চ সদৈন্য-বিলাপঃ।

[১]হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু[২],
জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন[৩] হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
[৪]মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
[৫]দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেহ ধামে না কৈনু বসতি॥

১। পাঠান্তর—হরি হরি বড় দুখ রৈল মোর মনে।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
হেন জন্ম গেল অকারণে॥
২। 'বিনু'—বিনা। ৩। পাঠান্তর—শ্রীনন্দনন্দন হরি।
৪। পাঠান্তর—মুঞি সে অধম অতি, বৈষ্ণবে না হৈল রতি,
তেকারণে করুণা নহিল॥
৫। পাঠান্তর—দিব্য চিন্তামণি নাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেহ ধামে নহিল বসতি॥

[১]বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে, জীবার[২] উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে॥

(১৭)

বৈষ্ণব মহিমা।

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সম্পদ[৩],
শুন ভাই! হঞা একমন।
[৪]আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণ ভক্তি লভে,
আর সব[৫] মরে অকারণ॥

১। পাঠান্তর—ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।

২। পাঠান্তর—জীবের। 'জীবার'—বাঁচিবার, জীবিত থাকা।

৩। সমস্ত বিঘ্ন পৃথিবীর বৈষ্ণব পদস্পর্শে বিদূরিত হয় বলিয়া বলিলেন, 'অবনীর সম্পদ'। কিম্বা অবনী শব্দে অবনীস্থ জীব তাহাদিগের সম্পদ। অর্থাৎ বৈষ্ণবপদপ্রসাদাৎ জীবমাত্রই কৃতার্থ হয়।

৪। পাঠান্তর—আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥

'আশ্রয় লইয়া'—বৈষ্ণবপদ আশ্রয় লইয়া।

৫। 'আর সব'—বৈষ্ণবপদাশ্রিত ভিন্ন ব্যক্তিগণ।

বৈষ্ণব চরণ জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥
তীর্থজল-পবিত্র-গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এইসব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ[১]॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥

(১৮)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।

১। অতিরিক্ত পাঠ—বৈষ্ণব অধরামৃত, তাহে রহু মোর চিত,
ভরসা মোর বৈষ্ণব শরণে।
বিষ্ণুভক্ত দয়াময়, বড় মনে পাঞা ভয়,
তনু মন সঁপিল চরণে॥

দারুণ-সংসার-নিধি[১] তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার ॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম[২] জ্ঞান,
সদাই করমপাশে[৩] বান্ধে।
না দেখি তারণ[৪] লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপনা স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥
না লইনু সৎ মত, অসতে[৫] মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।

১। জন্মমরণাদি দুঃখের প্রবাহের নাম সংসার। সংসার-নিধি—সংসারসাগর।

২। 'ধরম'—ধর্ম্মোমদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ, এই শ্রীএকাদশ স্কন্ধের শ্রীভগবদ্বচনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির নামই ধর্ম্ম।

৩। 'করমপাশে'—কর্ম্ম নিত্য নৈমিত্তিকাদি তদ্রূপ পাশে রজ্জু দ্বারা। কর্ম্মবদ্ধ জীব ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়া বলিলেন,—'সদাই করমপাশে টানে।

৪। 'তারণ'—তরিবার উপায়।

৫। 'অসতে'—অনিত্য বিষয়াদিতে।

নরোত্তম দাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজপাশ ॥

(১৯)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ।

এইবার করুণা কর, বৈষ্ণব-গোসাঞি !
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ?
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধ নাহিক এড়ান ॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥

(২০)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ।

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥

অশেষ মায়াতে[১] মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া পিচাশী।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
আদোষদরশি! প্রভু! পতিত উদ্ধার!
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

(২১)

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা।

হরি! হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি অনুরাগ॥
[২]যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম জপ ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।

১। 'মায়াতে'—মায়িক-পদার্থে।

২। ভক্তি স্বভাবে আপনার দীনত্ব বিজ্ঞাপন করিতেছেন, যজ্ঞদান……অলঙ্কার দেহে।

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিবিদ্যাবয়স্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং॥"

এই আর্যবচন অবলম্বন করিয়াই এই পদ রচিত হইয়াছে।

বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥
[১]সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল, অপরাধ কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন ॥
[২]শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে[৩], শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
[৪]জনম, লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সে রূপ ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।

১। অপরাধ থাকিলে সাধুমুখে হরিকথামৃত শ্রবণ করিয়াও চিত্তশুদ্ধি হয় না তাহা বলিতেছেন;—সাধুমুখে……অপরাধ কারণে।

২। পাঠান্তর—শ্রুতি স্মৃতি সদা কয়, শুনিয়াছি এই হয়,
হরি পদ অভয় শরণ।

৩। 'রবে'—রব করে।

৪। পাঠান্তর—জনম লভিয়া সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,
চিত্তে কর ওরূপ ভাবনা ॥

নরোত্তম দাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা ॥*

(২২)

সাধকদেহোচিত শ্রীবৃন্দাবনবাসলালসা।

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।

* অতিরিক্ত পদ—হরি বলব আর মদনমোহন হেরিব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে চলিব গো ॥ ধ্রু ॥
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গো গোপিকার নূপুর,
তাদের চরণে মধুর মধুর বাজিব গো।
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা,
(কৃষ্ণ বলরাম সহ) তাঁদের চরণের ধূলা মাখিব গো ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি, রাধাকৃষ্ণের রূপ মাধুরী,
হেরব দু-নয়ন ভরি, নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রহিব গো।
তোমরা সব ব্রজবাসী, পূরাও আমার অভিলাষই,
আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো ॥
এই দেহ অন্তিমকালে, রাখব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধা শ্রীকৃষ্ণ বলে, ভাসিব গো।

প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায়[১] ॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈঞা,
ডাকিব হা রাধানাথ! বলি ॥
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি ॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥
কবে গোবৰ্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

কহে নরোত্তম দাস, না পূরিল অভিলাষ,
আর কবে ব্রজবাস করিব গো ॥
(আমার বহুদিনের আশা মনে) ॥ ২২ ॥

১। 'উভরায়'—উচ্চরবে।

(২৩)

সাধকদেহোচিত শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

হরি হরি ! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥
ধন জন পুত্র দারে[১], এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত[২] হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥

১। 'দারে'—পত্নীকে।

২। 'একান্ত'—ঐকান্তিক হইয়া ভগবৎ প্রপন্নের নাম ঐকান্তিকতা। যথা,—'শ্রীচরিতামৃতে 'ঐকান্তিক শরণাগতের একই লক্ষণ'।

[1]ভ্রমিব দ্বাদশ বনে,　রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে,　ব্রজবাসিগণ স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
[2]ভোজনের স্থান কবে,　নয়নগোচর হবে,
আর যত আছে উপবন!
তার মধ্যে বৃন্দাবন,　নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

(২৪)

সাধকদেহোচিত শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

করঙ্গ কৌপীন লঞা,　ছেঁড়া কান্থা গায় দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।

১। পাঠান্তর—ভ্রমিব দ্বাদশ বনে,　কৃষ্ণলীলা যে যে স্থানে,
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা।
সুধাইব জনে জনে,　ব্রজবাসিগণ স্থানে,
কহ আর লীলাস্থান কাঁহা॥

২। পাঠান্তর—ভজনের স্থান। 'ভোজনের স্থান'—ভোজনথালি নামে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সখাসঙ্গে ভোজনের স্থান কাম্যবনে বিরাজিত আছে।

কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয় ॥

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥
শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
[১]বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলিকুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥
দেখিব সঙ্কেত[২] স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা! প্রাণেশ্বরি! কাঁহা গিরিবরধারি!
কাঁহা নাথ! বলিয়া ডাকিব ॥
মাধবীকুঞ্জেরোপরি, সুখে বসি শুকশারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস।

১। 'বাহুর উপর বাহু তুলি'—দোঃস্বস্তিক—ইহা অত্যন্ত দৈন্যবোধক।

২। 'সঙ্কেত'—প্রেমসরোবর এবং শ্রীনন্দগ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্বনামপ্রসিদ্ধ স্থান।

তরুমূলে বসি তাহা, [১]শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব[২] দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, [৩]শ্রীমতি রাধিকা সাথ,
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে ॥

(২৫)

সাধকদেহোচিত শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুলিনে ॥

১। পাঠান্তর—শুনি পাসরিব দেহা।
২। 'গোঙাব'—অতিবাহিত করিব।
৩। পাঠান্তর—মদনমোহন সাথ।

তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে ।
কবে কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব নিকটে ॥
নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার[১] ।
কবে বা এমন দশা[২] হইবে আমার ॥

(২৬)

সবিলাপ শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা ।

আর কি এমন দশা হব ।
সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব ॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে ।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি ।
দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান ।
করি কবে জুড়াব পরাণ ॥
আর কবে যমুনার জলে ।
মজ্জনে হইব নিরমলে ॥
সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস ।
নরোত্তম দাস করে আশ ॥

১ । 'পরিহার'—অনৌচিত্য মার্জ্জন ।
২ । 'দশা'—অবস্থা ।

(২৭)

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোঃ বিজ্ঞপ্তিঃ।

রাধাকৃষ্ণ সেবঁ[১] মুঞি জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ[২] রাত্রি দিনে॥
যে স্থানে যে লীলা করে যুগল কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ[৩] ভোর॥
[৪]শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেবোঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি॥
[৫]শ্রীরতিমঞ্জরি দেবি! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া॥
[৬]শ্রীরসমঞ্জরী দেবি! কর অবধান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

১। পাঠান্তর—ভজ। 'সেব'—সেবন করিব।
২। দেখোঁ—দেখিব।
৩। 'হঙ'—হইব।
৪। শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামী।
৫। 'রতিমঞ্জরী'—শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।
৬। 'রসমঞ্জরী'—শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

(২৮)

সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তিঃ।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ!
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

(২৯)

স্বাভীষ্ট লালসা।

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলিকৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে॥

ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীর গণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি।
রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
নিরখি গোঙাব কুতুহলী॥
১অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ সেবনে॥

(৩০)

স্বাভীষ্ট লালসা।

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করিবে শয়নে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে।
কণক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদনকমলে।

১। রাসনৃত্য শ্রমে অলস হইলে যে গোবর্দ্ধন গিরিবরে বিশ্রাম করিবার ঘর আছে, তাহাতে রাই কানু শয়ন করিবে। ইহাই এই অর্দ্ধ ত্রিপদীর অর্থ।

মণিময় কিঙ্কিণী, রতননূপুর আনি,
পরাইব চরণ যুগলে ॥
[১]কণক কটোরা পূরি, সুগন্ধি চন্দন বুরি[২],
দোঁহকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি,
দুঁহপাদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তম দাসে সদা স্ফূরে ॥

১। পাঠান্তর—সুগন্ধ চন্দন গুঁড়ি, কনক কটোরা পূরি,
কবে দিব দুজনার গায়।
মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায় ॥
সুবর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ডে জল পূরি,
দোহাঁকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥

২। 'বুরি'—ডুবাইয়া অর্থাৎ চন্দনপঙ্ক যে পাত্রে থাকিবে, তাহা হইতে কটোরা ডুবাইয়া লইয়া।

(৩১)

স্বাভীষ্টলালসা।

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।

কবে বৃষভানু পুরে, আহীরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার কবে, এপাণি গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ[১], যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায় ॥
তেঁহ কৃপাবান হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুহুঁার যুগল-চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে ॥

১। 'সখীর পরম শ্রেষ্ঠ'—ললিতা তাঁহার প্রেষ্ঠ শ্রীরূপ-মঞ্জরী।

দুঁহু চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তম দাস ভনে, প্রিয়নর্ম্ম সখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়॥

(৩২)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নবগুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে,
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুঁহু রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নবরত্ন জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥

সে না রূপ মাধুরী, দেখিব নয়নভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
[1]জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এইধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস॥

(৩৩)

সিদ্ধদেহেন শ্রীবৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাং সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তিঃ।

প্রাণেশ্বরি! এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এইজন নিবেদন করে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।
রাখ এই সেবাকাজে, নিজ পদপঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।

১। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামির আনুগত্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্মত বিমলপথে চলিলে তাঁহাদের কৃপায় এই পদোক্ত সেবা সম্পত্তি লাভ হয়, এই নিমিত্ত শ্রীরূপ সনাতনের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন; 'জয় রূপ সনাতন' ইত্যাদি।

এই সব সেবা যাঁর[১], দাসী যেন হও তাঁর
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূরবাসিত গুয়াপান।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপাম ॥
সখীর[২] ইঙ্গিত হবে, এসব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে ॥

(৩৪)

পুন স্তথৈব বিজ্ঞপ্তিঃ।

অরুণ কমল দলে, শেজ বিছাইব,
বসাইব কিশোর কিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ- পঙ্কজ মনোহর,
মরকত শ্যাম হেমগোরী ॥

১। শ্রীরূপমঞ্জরীর যেন দাসী হই এখানকার ইহাই অর্থ।

২। 'সখীর'—গুরুরূপা সখীর।

প্রাণেশ্বরি ! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি !

আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥

মৃগমদ তিলক, সিন্দূর বনায়ব,
লেপব চন্দন গন্ধে।

গাঁথি মালতী ফুল, হার পহিরাওব,
ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে ॥

ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব,
বীজব মারুত মন্দে।

শ্রমজল সকল, মিটব দুঁহু কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে ॥

নরোত্তম দাস- আশ পদপঙ্কজ-
সেবন মাধুরী পানে।

হোওয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন,
দুঁহু জন হেরব নয়ানে ॥

(৩৫)

স্বাভীষ্ট লালসা।

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।

প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে ॥
হরি হরি ! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, [১]বিথারিয়া আঁচরব,
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ সুধাকর ॥
নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা— চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে ॥
কুসুম কমলদলে, শেজ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।

১। 'বিথারিয়া'—আলাইয়া।

ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব,
ছরমিত দুঁহুক শরীরে ॥
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
আর সুধারসে, তাম্বূল সুবাসে[১],
ভোখব অধিক যতনে ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুই দিনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্মসখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান ॥

(৩৬)

পুনঃ স্বাভীষ্ট লালসা।

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাই কানু করাব শয়ন ॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা— চরণ ধোয়াইব,
মুছিব আপন চিকুরে।

১। 'তাম্বূল'—তাম্বূল সুবাসিত।

কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব দুঁহুক অধরে ॥
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুঁহুক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব,
দুহুঁ অঙ্গ পুলক অন্তরে ॥
মল্লিকা মালতী যুথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥
আর কবে এমন হব, দুঁহু মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

(৩৭)

শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিঃ।

প্রভু হে ! এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের কামনা ॥

নিজপদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুঁহু পঁহুঁ করুণাসাগর।
দুহুঁ বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্যে মানো,
মুই বড় পতিত পামর ॥
ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে।
দুহুঁ দাতাশিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥
পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এসব বিকল[১] ॥
নরোত্তম দাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥

(৩৮)

অথ আক্ষেপঃ।

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত[২]।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ ॥

১। 'বিকল'—বিকলতা—দুঃখ।

২। 'অনুরত'—অনুরাগবিশিষ্ট অর্থাৎ ফলভোগ করাইতে বদ্ধপরিকর।

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥
[১]হরিদাস আদি বুলে[২], মহোৎসব আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

(৩৯)

লালসা।

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।

১। পাঠান্তর—হরিদাস আদি মেলি, মহোৎসব আদি কেলি,
না করিনু সে সুখ বিলাস।

২। 'বুলে'— ভ্রমণ করিয়া।

সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
[১]সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি[২],
সেই মোর বেদের ধরম[১]।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম ॥
[২]অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়ানে।
সে রূপমাধুরীরাশি, [৩]প্রাণকুবলয় শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

১। পাঠান্তর—সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর ভক্তিঋদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
২। পাঠান্তর—অনুকূল হবে বিধি, সে পদ-সম্পদনিধি,
নিরখিব এই দুই নয়নে।
৩। পাঠান্তর—যেন কুবলয়শশী।

(৪০)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হাহা প্রভু! সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম সখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

(৪১)

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে॥
সেবার সামগ্রী রত্ন থালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া॥

দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥

(৪২)

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
সদয় হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি।
মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
২সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥

১। ইহা দ্বারা ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম সেবা পাইবার রীতি বিশেষরূপে বলা হইল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবনোপযোগি গোপিকাতনু লাভ করিয়া বয়ঃসন্ধি অবস্থায় * গুরুরূপা সখীর সঙ্গলাভ করেন। তাহার পরে তিনি প্রসন্ন হইয়া শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকটে সমর্পণ করেন, শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরে তাহাকে দেখাইয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই রীতি বলিলেন।

---

* ইহলোকে মন্ত্রপ্রদানান্তর যিনি রাগানুগীয় ভজনশিক্ষা দেন, তিনি ব্রজে নিত্যলীলায় গুরুরূপা সখী নামে খ্যাত।

হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

(৪৩)

হাহা প্রভু লোকনাথ! রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হও পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্রিদিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

(৪৪)

লোকনাথ! প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ চরণে যেন সদা চিত্ত স্ফুরে॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥
সখীগণ জ্যেষ্ঠ যেঁহো তাহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥

তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি! সখি! কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥

(৪৫)

হাহা প্রভু! কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব।
সিন্দূর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাসকৌতুককেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে॥

(৪৬)

হরি! হরি! কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥

ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥
এই আশা করি আমি যত সখিগণ!
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥
সেবা আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী ॥

(৪৭)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা ॥
এ তিন সংসারমাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর ॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুলহৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ ॥

তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥

(৪৮)

মাথুর বিরহোচিত দর্শন লালসা।

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিবু রঙ্গে,
সুখময় যমুনাপুলিন ॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র কুমার ॥

(৪৯)

পুনঃ স্তবৈব লালসা।

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ
অনলে পশিব কিম্বা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

(৫০)

আক্ষেপঃ।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম রতন ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥

বিষয় বিষমবিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

(৫১)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক কমল॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
[১]সদাই স্ফুরুক মোর মনে।

১। পাঠান্তর—সেবা দিয়া রাখহ চরণে।

(৫২)

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
রাই কানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপ লাবণি, বৈদগধ-খনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলকে তনু ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু,
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥

হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন মোহনলীলা করু॥

(৫৩)

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যাম ঘন বরিখয়ে প্রেম সুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দিগ বিদিগ নাহি, প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥



অতিরিক্ত পদ

হেদেহে নাগর বর, শুন হে মুরলীধর,
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ-নখর-মণি, যেন চাঁদের গাঁথনি,
ভাল শোভে আমার গলায়॥
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রইল তুয়া পানে চেয়ে॥
চাই নবীন মেঘ পানে, তুয়া বঁধু পড়ে মনে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি॥
মণি নও মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও[১],
ফুল নও যে কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

১। পাঠান্তর—যে হার করি গলায় পরি।

অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামন হয়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি সাধ পূরাবে আমায় ॥
নরোত্তম দাসে কয়, তোমার উচিত হয়,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে, আমার এ দেহ যাবে,
সেইদিনে দিও পদছায়া ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা
সমাপ্তঃ।



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো—

জয়তি।

"অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ো
নিত্যানন্দসখঃ সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মীপ্রাণপতির্গদাধররসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গসপার্ষদঃ স দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ'

"স শ্রীশচীনন্দনঃ দয়তাং। কিম্ভূতঃ শ্রীঅদ্বৈতপ্রকটীকৃত ইত্যাদি"।

যিনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, যিনি শ্রীনরহরির অতি প্রিয়,—যিনি শ্রীস্বরূপ দামোদরের প্রিয়তম,—যিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সখা,—যিনি শ্রীসনাতন গোস্বামির গতি,—যিনি শ্রীরূপ গোস্বামির হৃদয়কেতন,—যিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রাণপতি,—যিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের রসোল্লাসী এবং যিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আত্মজ সেই দেব শ্রীশচীনন্দন সাঙ্গোপাঙ্গে এবং সপার্ষদে আমাদের প্রতি সদয় হউন।

শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১॥

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীগুরুম্প্রতি মম নমোঽস্তু। কিম্ভূতায়—যেন গুরুণা মম চক্ষুঃ—নেত্রং উন্মীলিতং। মম কিম্ভূতস্য—অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য—অজ্ঞানমেব তিমির মক্ষিরোগ স্তেনান্ধস্য—দৃষ্টিশক্তিরহিতস্য; কিম্বা অজ্ঞানমবিদ্যা তদেব তিমিরমন্ধকার স্তেনান্ধস্য। অজ্ঞানতমসো নাম কৈতবং। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তিবাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম ॥

কয়া উন্মীলিতং জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ, অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণমিত্যনেন" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যনেন" চ কৃষ্ণভগবত্তা জ্ঞানমেবা-

আমি অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধ হইয়াছিলাম; শ্রীকৃষ্ণে

শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ সদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥২॥

শ্রীগুরু চরণপদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম,
[১]বন্দ মুই [২]সাবধান মনে।

ঞ্জনশলকা তয়া। "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার" ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্তেঃ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মনোভীষ্টং মনোঽভিলষিতং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিরস-শাস্ত্রং ভূতলে যেন রূপেণ স্থাপিতং নিরূপিতং। স স্বয়ং রূপঃ স্বপদান্তিকং নিজচরণনিকটং কদা ভাগ্যবশেন মহ্যং দদাতি। শ্রীরূপস্য কৃপয়া নিজানুচরণত্বেন তৎসেবনকর্ম্ম করবানীতিভাবঃ ॥ ২ ॥

ভগবত্তা জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা আমার নেত্র যিনি উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিরসশাস্ত্র ভূতলে যৎকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন, সেই শ্রীরূপ গোস্বামী কবে স্বয়ং আপনার চরণ নিকটে আমায় স্থান দিবেন ॥ ২ ॥

১। পাঠান্তর—বন্দ মুঞি সাবধান মতে।

২। সাবধান মনে—সাবধানের সহ—সাবধানের সহিত। সাবধান শব্দের উত্তর ভাবার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে সাবধান এই পদই হয়—কোন কোন মুদ্রিত ও আধুনিক হস্তলিখিত

যাহার প্রসাদে ভাই[১] এ ভব তরিয়া যাই,
[২]কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়[*] যাহা হনে ॥৩॥
গুরু মুখপদ্ম বাক্য,[৩] হৃদি করি মহা শক্য,[৪]
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি[৫],
[৬]যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥৪॥

পুস্তকে "সাবধান মনে" এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাবধান সনে এই পাঠই সমীচীন। সুতরাং সাবধান সনে ইহার অর্থ এই যে সাবধানতার সহিত অর্থাৎ যাহাতে কোন প্রকারে অপরাধ না হয়, এইরূপ ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা করি।

১। ভাই=হে ভ্রাতঃ! মনঃ!

৩। বাক্য—কৃষ্ণভক্তিপ্রেমময়সতত্ত্বোপদেশরূপবাক্যং।

৪। মহা শক্য—শ্রীকৃষ্ণ প্রাপণশক্তি যোগ্যং।

৫। উত্তমগতি—উত্তমা চাসৌ গতি শ্চেতি উত্তমগতিঃ। যদ্বা উত্তমগতি প্রাপ্যবস্তুনাং শ্রেষ্ঠং। শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধোশ্চরণ-কমলয়োঃ পাদসম্বাহনাদিরূপা প্রেমসেবা।

৬। যে প্রসাদে ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দাবনে মণিনিকুঞ্জমন্দিরে

২। পাঠান্তর—কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে।

* যাহা হনে—যাহা হইতে। প্রাচীনকালে রাজসাহী এবং

১চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
২দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, ৩অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
৪বেদে গায় যাহার চরিত ॥৫॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শ্চামরব্যজন-পাদসম্বাহনাদিরূপা আশা যস্য প্রসাদেন পূর্ণা স্যাৎ।*

১। চক্ষুদান ইত্যাদি = সংসারার্ণব-তারণপূর্ব্বকং চর্ম্মচক্ষুর্মোচয়িত্বা পরতত্ত্বাবলোকনযোগ্যদিব্যচক্ষু র্যেন দত্তং।

২। দিব্যজ্ঞান ইত্যাদি = কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণরূপং দিব্যজ্ঞানং হৃদি প্রকাশিতং যেনেতি শেষঃ।

৪। বেদে গায় ইত্যাদি = বেদ কর্তৃক তচ্চরিত্রগানং। যথা সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতে—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিতি'। 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাদি' আচার্য্য দেবো ভবেদিত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতৌচ।

অন্য অন্য পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে "হইতে" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "হনে" ব্যবহৃত হইত ॥ ৩

৩। যাহা দ্বারা অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি বুদ্ধি এবং মিথ্যাবস্তুতে সত্য বুদ্ধি হয়, পরমেশ্বরের সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী বহিরঙ্গা শক্তির নাম অবিদ্যা অথবা পরমানন্দ স্বরূপের অজ্ঞানের

* "যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো যৎপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোপি" ইত্যাদি শত শত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনের বন্ধু,
লোকনাথ* লোকের জীবন।
হাহা! প্রভো! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশঃ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥৬॥

নাম অবিদ্যা। সেই অবিদ্যা তিমিরে যাহার চক্ষু (পরমেশ্বরের তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি) নষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই চক্ষু যিনি উন্মীলিত করিয়াছেন, তিনি জন্মে জন্মে প্রভু এবং যে ব্যক্তি চক্ষু লাভ করিয়াছে, সে তাঁহার জন্মে জন্মে দাস; অর্থাৎ—দাসবৎ সেবক ও আজ্ঞাবহ। শ্লেষে শ্রীগ্রন্থকার উপরিউক্ত ত্রিপদী দ্বারা এবং পরের ত্রিপদী দ্বারা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় নিজে যে উপকার পাইয়াছেন, তাহা কহিলেন। অর্থাৎ—শ্রীগুরুকৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ এবং হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা যে উপকার পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জন্মে জন্মে শ্রীপ্রভু গুরুদেবের দাস হইয়া আজ্ঞা বহন ও কায়মনে সেবন করিলেও সে উপকারের পরিশোধ হয় না, ইহাও শ্লেষে কথিত হইল। ফলতঃ যাহারা প্রেমভক্তি প্রয়াসী তাহাদের সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু সেবন ও তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিত আজ্ঞা প্রতিপালন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যথা "যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ" ইতি। "সৎ সেবা গুরুসেবা

* এই গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্রদাতা শ্রীগুরু-দেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীশ্রীভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর

*বৈষ্ণব চরণ রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
১যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ,
২অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥৭॥
৩জয় সনাতন রূপ, ৪প্রেমভক্তি রসকূপ,
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।

চ দেবভাবেন চেন্তুবেং। তদৈব ভগবদ্ভক্তি র্লভ্যতে নান্যথা কুচিদিতি" ॥ প্রমেয় রত্নাবলী।

১। যাহা হইতে—যস্মাৎ-বৈষ্ণবচরণরেণুভূষণাৎ।

২। অজ্ঞান অবিদ্যা—অজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গবাঞ্ছা তদ্রূপাবিদ্যা।

৩। জয়—শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যভক্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ উৎকর্ষেণ বর্ত্তসে। কাব্যপ্রকাশে জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে। জয় তৌ প্রতি মম নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ।

৪। প্রেমভক্তিরেব রস স্তস্য কূপরূপঃ।

পার্ষদ। যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়ী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা শ্রীপদ্মনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন।

* শ্রীবৈষ্ণবচরণরেণু মস্তকে ও গাত্রে বহন করিলে,সর্ব্বপ্রকার সাধনে যাহা লাভ না হয়, সেই ফল অনায়াসে লাভ হয়। ইহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বিবৃত আছে। শ্রীবৈষ্ণব চরণরেণুর মহাবল জানিয়া মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন যে, বৈষ্ণব চরণরেণুর দ্বারা

[১]যাহার প্রসাদে লোক, পাশরিল সব শোক,
প্রকট কলপতরু যন্থু* ॥৮॥
প্রেমভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে বেকত,
লিখিয়াছে[২] দুই মহাশয়† ।

১। পাঠান্তর---দোঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক,
প্রকটিল কল্প তরু-জনু ॥
প্রেমভক্তি-রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুব্যকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয়।

২। দ্বাভ্যাং মহাশয়াভ্যাং শ্রীরূপসনাতনাভ্যাং সর্ব্বপ্রেম-ভক্তিরীতি র্ব্যক্তং যথাস্যাত্তথা নিজগ্রন্থে লিখিতা।

ভূষিত হইলে শ্রীগুরুমহিমা অনুভব হয় এবং অনুক্ষণ সাধু-সঙ্গ হয়, তদ্দ্বারা ভজন মার্জ্জিত হয়, তাহার পর চতুর্ব্বর্গবাঞ্ছাপ্রভৃতি যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানরূপিণী অবিদ্যা পরাজয় হয়। অর্থাৎ---হৃদয়ে চতুর্ব্বর্গ বাঞ্ছা আর থাকে না। এতদ্দ্বারা শ্রীপ্রেমভক্তি-প্রার্থীগণের বৈষ্ণব-চরণ-ধূলায় বিভূষিত হওয়া এবং বৈষ্ণবসঙ্গ প্রধান সাধন, ইহাও সিদ্ধান্তিত হইল।

* অদ্যাপিও শ্রীরূপসনাতনের করুণায় তাঁহাদের শ্রীগ্রন্থে অবগাহন করিয়া, লোকে শোক দুঃখ মুক্ত হইয়া শ্রীরাধামাধবের ভজন করিতে সমর্থ হইতেছেন। এ কারণ শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের দুই ভ্রাতার জন্ম দিতেছেন ॥ ৮ ॥

† শ্রীসনাতনগোস্বামিকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি এবং শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি,

[১]যাহার শ্রবণ হৈতে[২], প্রেমানন্দে ভাসে চিতে,
যুগল মধুর রসাশ্রয় ॥৯॥
যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষবান যেন হেম,
হেন ধন[৩] প্রকাশিল যারা।

১। পাঠান্তর—যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিত্তে,
যুগল-মধুর-রসাশ্রয় ॥
যুগল-কিশোর প্রেম, লক্ষবান জিনি হেম,
হেন ধন প্রকাশিল যারা।

২। যৎ শ্রবণাৎ ভক্তানাং চিত্তং প্রেমানন্দরূপসমুদ্রে প্লুতং স্যাৎ।

৩। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমসমুদ্র মবগাহ্য তস্মাৎ প্রেমরত্নধনমুদ্ধৃত্য-যুবাং প্রকাশিতবন্তৌ।

শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটক, শ্রীললিতমাধবনাটক, শ্রীদানকেলিকৌমুদী ও শ্রীস্তবমালা প্রভৃতি সকল গ্রন্থই প্রেমভক্তিময়। এই সকল গ্রন্থানুশীলনে প্রেমভক্তিতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় এবং তাহা দ্বারাই শ্রীরাধামাধবের মধুর রসাশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীপাদ গোস্বামিদিগের গ্রন্থে অবগাহন ব্যতীত সম্যক্‌রূপে শ্রীরাধামাধবের উজ্জ্বল-রসাশ্রয় হয় না ॥ ৯ ॥

জয় রূপ! সনাতন! দেহ মোরে প্রেমধন,
"সে রতন মোর গলে হারা[১] ॥১০॥
ভাগবত শাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধভক্তি ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন*।
[২]অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই,
এই ভক্তি পরম ভজন ॥১১॥
†সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।

১। সে রতন মোর গলে হারা—তেন প্রেমরত্নেন কণ্ঠে হারং করবানীতি ভাবঃ।

২। অন্য দেব—ব্রহ্মরুদ্রাদয়ঃ।

* শ্রীভাগবত শাস্ত্রের মর্ম্ম শ্রীগোস্বামিগণ নিজ কৃত টীকায় বিবৃত করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীভাগবতশাস্ত্রমর্ম্ম সুসেবন করিব ইহার অর্থ শ্রীগোস্বামিপাদগণের টীকায় অর্থাৎ শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী এবং শ্রীক্রমসন্দর্ভে বিবৃত যে শ্রীভাগবতার্থ আছে, তাহাই সদা আলোচনা করিব এবং তাঁহাদের অনুগত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতির টীকারও আলোচনা করিব ॥ ১১ ॥

† "গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদি করি মহাশক্য" এই কথা দ্বার শ্রীগুরুবাক্যই দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণা করা উচিত, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু শ্রীগুরুদেব যদি অন্যায় আজ্ঞা করেন, তবে

*কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহাকে করিয়া ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥১২॥

তাহা প্রতিপালন করিতে নাই। এরূপ অন্যায় আদেশ দ্বারা শ্রীগুরুদেব পরীক্ষা করিতেছেন, জানিতে হইবে। এ কারণ শ্রীগুরুবাক্যের সহিত যদি শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির সাধনভূতশাস্ত্রের ঐক্য হয়, তবেই তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায় নানা শাস্ত্রে নানা প্রকারে কীর্ত্তিত আছে, সেই সকল উপায় একজনের অবলম্বন করা সম্ভবে না, একারণ স্বসম্প্রদায়ী এবং শাস্ত্রোক্ত আচারসম্পন্ন সাধুগণ যাহা বলেন, তাহার সহিত শ্রীগুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য যদি ঐক্য হয়, তবেই তাহা গ্রাহ্য। শ্রীগুরুদেব যাহা আজ্ঞা করেন, তাহা যদি শাস্ত্র ও স্বসম্প্রদায়ি সাধুগণের অনুমোদিত হয়, তবে তাহাই স্বীকার্য্য। আবার সেই শাস্ত্রবাক্যই গ্রাহ্য, যাহা শ্রীগুরুদেব ও স্বসম্প্রদায়ী সাধুগণের অনুমোদিত, কেবল সাধুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য বা শ্রীগুরুবাক্য গ্রাহ্য হইতে পারে না। সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য এবং শ্রীগুরুবাক্য পরস্পর ঐক্য হইলেই গ্রাহ্য। এইরূপে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলে পরিণামে আর বিপন্ন হইতে হয় না।

* কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগকে বাছিয়া দল হইতে পৃথক করিব, অর্থাৎ তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে, ভিন্নপ্রকৃতি নিবন্ধন সময়ে সময়ে প্রাণে বড়ই বেদনা পাইতে হয় এবং তাঁহাদিগকে কিছু বলিলেও ঔদ্ধত্য প্রযুক্ত অপরাধ হয়, এ কারণ তাঁহাদিগের

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদেনোক্তম্—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"॥

[১]অন্য অভিলাষ ছাড়ি, [২]জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,

[৩]কায়মনে করিব ভজন।

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,

এই ভক্তি পরম কারণ॥১৩॥

নিকট হইতে পৃথক হইব। বিশেষতঃ কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণ ভক্তির উপরে কর্ম্ম ও জ্ঞানের গুণ কীর্ত্তন করিয়া ভক্তিকে খর্ব্ব করেন, অতএব তাঁহাদিগের নিকট হইতে পৃথক হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য॥

১। "অন্যাভিলাষিতা শূন্যং" শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিপাদ যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই দুই ত্রিপদী তাহার সারাংশ।

২। জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান। কর্ম্ম বলিতে কাম্য ও নিষিদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম জানিতে হইবে। কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্বানুসন্ধানলক্ষণ যে জ্ঞান এবং শ্রীভগবৎ পরিচর্য্যাত্মক যে কর্ম্ম তাহা উক্ত জ্ঞান এবং কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত নহে।

৩। মনে শ্রীভগবত্তত্ত্বের অনুশীলন করিব ও কায়দ্বারা শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করিব, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য॥ ১৩॥

১মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার২ ॥১৪॥
৩অসৎ সঙ্গতি সদা, ত্যাগ কর অন্য গীতা,
৪কর্ম্মী, জ্ঞানী, পরিহরি দূরে।

১। দণ্ডকারণ্যবাসি মুনয়ো বৃহৎবামনোক্তশ্রুতয়শ্চ চন্দ্রকান্তি-জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-বিল্বমঙ্গলাদয়শ্চ পূর্ব্বমহাজনাঃ। মভু গোস্বামিনঃ পরমহাজনাঃ।

২। সুসার--সুসিদ্ধং।

* মনে কায় সুসিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া লীলা স্মরণই সাধন।

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ইত্যাদি
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥ ১৪ ॥

৩। পাঠান্তর--অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত রাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।

৪। বারম্বার কর্ম্মীজ্ঞানীদিগকে দূরে ত্যাগ করিতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সম্প্রদায়সিদ্ধ শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র লাভ করিয়াও যাহাদের কর্ম্ম ও জ্ঞানে আসক্তি থাকে, তাহাদিগকেও দূরে ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু ভক্তিপ্রাধান্য ত্যাগ না করিয়া,

কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমভক্তি রসরঙ্গ,
১লীলা কথা ব্রজ রসপুরে ॥১৫॥
যোগী২,ন্যাসী৩,কর্ম্মীজ্ঞানী, অন্য দেব*পূজক ধ্যানী৪,
ইহ লোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দুঃখশোক, যেবা থাকে অন্যযোগ৫,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥১৬॥

৫। অন্য যোগ—স্ত্রীপুত্রবিষয়াসক্তিঃ।

তদ্ অবিরোধে লোক সংগ্রহার্থ যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ত্যাজ্য নহেন। যথা—

প্রতিষ্ঠিতশ্চরেৎ কর্ম্মভক্তিপ্রাধান্যমত্যজন্। ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

১। লীলাকথা ব্রজ রসপুরে—ব্রজধাম যাহার অন্তর্নিবিষ্ট তাদৃশ লীলাকথাই আস্বাদ্য।

২।৩।৪। যাঁহারা যম নিয়ম আসন প্রভৃতি অভ্যাস করেন, তাঁহারা যোগী। যাঁহারা অঙ্গে মাতৃকা প্রভৃতি ন্যাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা ন্যাসী। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চিন্তা করেন, তাঁহারা ধ্যানী।

* যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীরুদ্রাদি অন্য দেবতার পৃথক পরমেশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া পৃথক পূজা করেন, তাঁহারা অন্য দেব পূজক। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ পরিকর বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ নির্ম্মাল্য দ্বারা রুদ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা

*তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
১সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ।
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি, মদ[২] মাৎসর্য্য[৩] পরিহরি,
সদা কর অনন্য ভজন ॥১৭॥
কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ[৪] কীর্ত্তন[৫]।

১। সর্ব্বসিদ্ধি—সর্ব্বেষাং তীর্থযাত্রাদি পুণ্য কর্ম্মণাং সিদ্ধিঃ।
২। মদ—বিবেকহারী উল্লাসঃ।
৩। মাৎসর্য্য—পরোৎকর্ষাসহনং।
৪। নাম-লীলা-গুণাদিনাং শ্রুতিঃ শ্রবণং।
৫। নামলীলা গুণাদিনাং মুখেন ভাষণং কীর্ত্তনং।

অন্য দেবপূজক নহেন। কারণ এই প্রকার পূজাই ভগবৎ-পূজার অন্তর্নিবিষ্ট ও শ্রীরুদ্রাদি দেবতাবৃন্দের সন্তোষের হেতু এবং ভক্তিশাস্ত্রবিহিত। যথা—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তেনানন্ত্যায় কল্পতে।

---

* তীর্থ বলিতে শ্রীমথুরা, শ্রীদ্বারাবতী, শ্রীঅযোধ্যা, শ্রীনীলাচলক্ষেত্র প্রভৃতি শ্রীভগবদ্ধাম নহে। বলয়কুণ্ড, কামরূপ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে।

অর্চ্চন[১] স্মরণ[২] ধ্যান[৩], নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ* ॥১৮॥

১। শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্ব্বকোপচারার্পণং মন্ত্রেনোপপাদনং অর্চ্চনং।
২। যথা কথঞ্চিন্মানসঃ সম্বন্ধঃ স্মরণং।
৩। স্মরণ ভেদ-বিশেষ ধ্যানং।
শ্রদ্ধান্বিত ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

অর্চ্চন দুই প্রকার যথা—প্রথম জপসিদ্ধির নিমিত্ত ও দ্বিতীয় ভক্তির অঙ্গ।

জপসিদ্ধির নিমিত্ত অর্চ্চন ন্যাস মুদ্রাদি যুক্ত।

ভক্তির অঙ্গ-অর্চ্চন তদ্বিহীন।

স্মরণ পাঁচ প্রকার যথা;—

স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি এবং সমাধি।

এই সমস্ত লক্ষণ যথা ক্রমসন্দর্ভেঃ—

স্মরণং—যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং।

ধারণা—সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারে মনোধারণং।

ধ্যানং—বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং।

ধ্রুবানুস্মৃতিঃ—অমৃতধারাবদনবচ্ছিন্নং।

* প্রেমভক্তি প্রয়াসীদিগের ভক্তির অঙ্গ যে অর্চ্চন অর্থাৎ যাহা ভাবের অবিরুদ্ধ হয় তাহাই কর্ত্তব্য এবং অন্যান্য ভক্তি অঙ্গের মধ্যেও সেই নিয়ম অর্থাৎ ভাবের অবিরুদ্ধ যাহা তাহাই অনুষ্ঠেয়।

* হৃষীকে গোবিন্দ সেবা, না পূজিব দেবী১ দেবা২,
এই ত অনন্যভক্তি কথা।

১। দেবী—পার্ব্বত্যাদয়ঃ।
২। দেবা—রুদ্রাদয়ঃ।

সমাধিঃ—ধ্যেয়মাত্র স্ফূরণং।

যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম স্মরণ।

সর্ব্ব বস্তু হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া, সামান্যাকারে মনকে নিয়োজিত করিবার নাম ধারণা।

বিশেষরূপে রূপাদিচিন্তার নাম ধ্যান।

অমৃত ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন রূপাদিচিন্তার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি।

ধ্যেয় মাত্রের স্ফূর্ত্তির নাম সমাধি।

* হৃষীকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীগোবিন্দসেবা করিব; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মন, সাকল্যে একাদশ ইন্দ্রিয়। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে যে ইন্দ্রিয়ের শ্রীভগবৎসেবার যোগ্যতা নাই, সেই সেই ইন্দ্রিয় ত্যাজ্য, অর্থাৎ তাহা দ্বারা শ্রীভগবৎ সেবা হইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়গণ সেবোপযোগী, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। যথা চক্ষু দ্বারা শ্রীভগবৎ বিগ্রহ দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রীভগবদ্‌গুণ শ্রবণ, নাসিকা

আর যত উপালম্ভ১, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে বড় ব্যথা ॥
*দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয়।

১। উপালম্ভ—শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদিব্যতিরিক্ত মন্ত্র-জ্ঞানং দম্ভমাত্রমেব স্যাৎ।

দ্বারা শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ আস্বাদন এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্তের চরণরেণু স্পর্শ। বাক্য দ্বারা শ্রীভগবদ্গুণ কীর্ত্তন, হস্ত দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম, পদ দ্বারা তাঁহার স্থানে গমন। পায়ু ও উপস্থ দ্বারা শ্রীভগবানের কোন সেবা হয় না, এই জন্য পায়ু ও উপস্থ এই ইন্দ্রিয়দ্বয় সর্ব্বথা শ্রীভগবৎ সেবায় অকর্ম্মণ্য। পূর্ব্বতন মহাজনের মধ্যে কেহ কেহ পায়ু এবং উপস্থের পরম্পরা রূপে শ্রীভগবৎ সেবোপযোগিতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, মলমূত্র প্রভৃতির উৎসর্গ দ্বারা চিত্ত সুস্থ হয়, একারণ পায়ু এবং উপস্থও শ্রীভগবদারাধনার সাধন। "উৎসর্গান্মলমূত্রাদেশ্চিত্তস্বাস্থ্যং যতো ভবেৎ। অতোপায়োরুপস্থস্য তদারাধনসাধনং।

* দেহে যে কামাদি রিপুগণ বাস করে এবং যে ইন্দ্রিয়গণ আছে, তাহারা কেহ কাহারও বাধ্য হয় না।

শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ,*
†দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥২০॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
‡স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥২১॥
কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী-জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥২২॥

---

* প্রাণ শব্দে মন।

† নিশ্চয় অর্থাৎ পরতমতত্ত্ব শ্রীভগবান্ ও তৎপ্রাপ্তি সাধন তদ্ভক্তি। দঢ়াইতে অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহার হেতু কামাদি রিপুগণের ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অবশীভূততা। অবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সুতরাং বিক্ষিপ্তচিত্তে পরমতত্ত্ব ভগবান্ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন তদ্ভক্তি ধারণা কোন প্রকারে হইতে পারে না।

‡ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু অজেয়। সহসা ইহাদিগকে জয় করা সুকঠিন। একারণ কামাদি জয়ের অতি সুগম উপায় বর্ণিত হইতেছে। যথা ;— "কৃষ্ণসেবা……করিব যথা তথা"।

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার নাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে, কাম, ক্রোধ সাধকেরে,
*যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥২৩॥
ক্রোধ বা না করে কিবা, ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের ভিন,
১কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ† ॥২৪॥
আপনি পালাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দরব,
সিংহ রবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন ॥২৫॥

১। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" ইত্যনুসারেণ কৃষ্ণং স্মৃত্বা রিপুং বশে নয়েৎ।

* শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত যাহার ফল কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, তাহাই স্বতন্ত্র কাম; তাহার নাম অনর্থ বা রিপু-ক্লেশ, ইত্যাদি। সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলন-শীল রিপু-জয়ী সাধুজনের সঙ্গ যদি যথা-কথঞ্চিৎ থাকে, তবে সেই সাধুকৃপায়, উপদেশে বা ভয়ে তখনই নিবৃত্ত হইয়া যায়, কার্য্যে পরিণত হইয়া অনর্থ উৎপাদন করিতে পারে না।

† যখনই ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ মনে উদয় হইবে, তখনই

না করিহ অসৎ চেষ্টা* লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ।
সকল বিপত্তি যায়, মহানন্দ সুখ পায়,
প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥২৬॥
১অসৎ ক্রিয়া কুটি নাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
†অন্য দেবে না করিহ রতি‡।

১। অসৎ ক্রিয়া—দুষ্ট ক্রিয়াং অধর্ম্ম ত্যাজং। ভক্তিপদে চলিতুং ন সমর্থঃ স্যাং।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম, গুণ, রূপ স্মরণ করিলে, রিপুগণ মন হইতে পলাইয়া যাইবে ইহাই ফলিতার্থ।

* অসৎ চেষ্টা—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার। অসচ্চেষ্টা ত্যাগ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ এবং শ্রীগোবিন্দচরণ চিন্তন, এই তিনটী দ্বারা সকল বিপদ নাশ হয় ও মহানন্দ সুখ লাভ হয় এবং এই তিন প্রেমভক্তির পরম কারণ। অতএব এই তিন বিষয়ের জন্য প্রেমভক্তি-প্রয়াসীদিগের একান্ত যত্ন করিতে হইবে, ইহাই ফলিতার্থ।

† অন্য দেবে পৃথক পরমেশ্বর জ্ঞানে রতি করিও না, যেহেতু অন্য দেব উপাসকগণ নিজ নিজ অভীষ্ট দেব প্রতি প্রীতিবশতঃ সকলকে আকর্ষণ করেন। যে তাঁহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাহার ভক্তিপথে বিগতি পড়ে অর্থাৎ সে ভক্তিপথে চলিতে পারে না।

‡ রতি—ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ পৃথক্ পরমেশ্বর বুদ্ধিতে ভক্তি বিশেষ করিও না।

আপনা আপনা স্থানে, পীরিতি সভায়[১] টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥২৭॥
আপন ভজন পথ, তাতে হব অনুরত,
[২]ইষ্টদেব স্থানে লীলাগান।
[৩]নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥২৮॥
৪ শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনোঃ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ* ॥২৯॥

১। সভায়—সর্ব্বজনান্ ইত্যর্থঃ।

২। ইষ্টদেব—শ্রীগুরুদেব, অথবা স্বাভীষ্ট অর্চ্চনীয়-শ্রীবিগ্রহ- অথবা তত্তুল্য কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গের অবশীভূত শ্রীহরিলীলাবিশিষ্ট ও স্বজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট মহানুভব বৈষ্ণব-গণ। তাঁহাদের স্থানে লীলাগানই ভজন, অন্য স্থানে নহে। কেননা বিজাতীয়গণের নিকট লীলাগান হইলে, ভাব নষ্ট হইয়া ভজনে বাধা পড়ে।

৩। নৈষ্ঠিক—নিষ্ঠাপ্রাপ্ত অর্থাৎ প্রেমভক্তির পঞ্চম সোপান প্রাপ্ত।

৪ শ্রীনাথে কমলাপতৌ শ্রীনারায়ণে, জানকীনাথে সীতাপতৌ শ্রীরামচন্দ্রে চ অভেদঃ ভেদো নাস্তি। অত্র হেতুগর্ভবিশেষণং

---

* নৈষ্ঠিক ভজনের প্রকৃত উদাহরণ যথা শ্রীহনুমান বলিয়াছেন, শ্রীকমলাপতি শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীসীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র উভয়েই

দেব-লোক, পিতৃ-লোক, পায় তারা মহা সুখ,
[1]সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ।
*যুগল ভজন যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
তাহার নিছনি† ত্রিভুবন[2] ॥৩০॥

পরমাত্মনোঃ। তথাপি কমললোচনো রামো মম সর্ব্বস্বং, সকল ধনঃ শ্রীরামচন্দ্রং বিনা মম কিমপি ধনং নাস্তীত্যর্থঃ। অনেন স্বাভীষ্টনিষ্ঠায়ঃ পরকাষ্ঠা দর্শিতা।

১। নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্ব্বে নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ। মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতঃ স মে ত্রাতা ভবিষ্যতি।

২। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতিন্যায়েন ত্রিভুবনশব্দেন ত্রিভুবনস্থিতা জনাঃ।

পরমাত্মা অর্থাৎ এক পরমাত্মাই দুইরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, একারণ শ্রীনারায়ণে ও শ্রীরামচন্দ্রে অণুমাত্র ভেদ নাই। তথাপি কমললোচন শ্রীরামই আমার সর্ব্বস্ব।

*। যুগল ভজন—ক্রমদীপিকা এবং শ্রীগৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতিতে প্রোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা। যাঁহাদিগের এই ঐকান্তিক উপাসনা তাঁহারাই প্রেমানন্দে ভাসেন। কেবল তাঁহাদিগের সেই উপাসনা করিলেই দেবলোক ও পিতৃলোক সুখী হইয়া সদা সাধু সাধু করেন। ইহাই এই ত্রিপদীর তাৎপর্য্য।

† নিছনি—নির্ম্মঞ্ছন—আলাই বালাই লওয়া অর্থাৎ ত্রিভুবনস্থিত জীবগণ তাহার নির্ম্মঞ্ছন গ্রহণ করে।

*পৃথক আবাস যোগ, [১]দুঃখময় বিষয় ভোগ,
†ব্রজবাস গোবিন্দ সেবন।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম,
‡ব্রজজনের সঙ্গ [১]অনুক্ষণ ॥৩১॥

১। ব্রজভিন্নদেশবাসো দুঃখরূপবিষয়ভোগ এব স্যাৎ, ব্রজ-বাসস্তু শ্রীগোবিন্দস্য সুখময়ভজনং স্যাৎ। তদভাবে মনসা বাসোঽপি তদেব স্যাৎ। কিন্তু শ্রীগোবিন্দভজনং বিনা ব্রজ-ভূমৌ বাসেঽপি সুখং নাস্তি। যথা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজোক্তৌ—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজমন্দিরে বা,
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি,
শ্রীকৃষ্ণসেবনমৃতে ন সুখং কদাপি।

অনুক্ষণং ব্রজবাসিভক্তজনৈঃ সহ শ্রুত্বা কীর্ত্তিতা বা কৃষ্ণ কথা তৈঃ সহ শ্রুতং কীর্ত্তিতং বা কৃষ্ণনাম সত্যং সত্যং রসধাম স্যাৎ।

* পৃথক—পৃথক স্থানে আবাসযোগ—আবাসার্থ যোগ অর্থাৎ বাস করিবার জন্য মিলিত হওয়া। অর্থাৎ ব্রজ ভিন্ন স্থানে, বাস করিলে কেবল দুঃখময় বিষয় ভোগ হয়, আর ব্রজে বাস করিলে সুখময় গোবিন্দ ভজন হয়। যাঁহার শরীর দ্বারা ব্রজবাসে সামর্থ্য নাই, তিনি যদি মনেও ব্রজে বাস করেন, তাহা হইলে তাহার সুখময় গোবিন্দ সেবন লাভ হয়।

† যাঁহারা যথাস্থিত দেহে বা অন্তশ্চিন্তিত দেহে ব্রজবাস

সদা সেবা অভিলাষ, মনে করি বিশোয়াস[১],
সর্ব্বথাই হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তম দাসে বোলে, পড়িনু অসৎ ভোলে[২],
পরিত্রাণ কর মহাশয়[২] ॥৩২॥
তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোহে প্রভু! কর অবধান।
পড়িনু *অসৎ ভোলে, কাম তিমিঙ্গিলে[৩] গিলে,
ওহে নাথ! কর মোরে ত্রাণ ॥৩৩॥
†যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈল ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।

১। বিশোয়াস—বিশ্বাসঃ।
২। মহাশয়—হে শ্রীকৃষ্ণ।

করিয়া, শ্রীগোবিন্দ ভজন করিতেছেন, তাঁহারা ব্রজজন। তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে রসধাম হয়।

৩। তিমিঙ্গিল—তিমি নামক মৎস্য গিলিয়া ফেলে, এমন জলচর জন্তু।

* অসৎ ভোলে—অসৎ জনের প্রলোভনে।

† শ্রীঠাকুর মহাশয় সর্ব্বোত্তম হইয়াও ভক্তিস্বভাবে দৈন্য-বশতঃ আপনাকে অত্যন্ত হীন ও অপরাধী ভাবিয়া, শ্রীভগ-

তথাপি তুমি সে গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি !
আমা সম নাহিক অধমা ॥৩৪॥
পতিত-পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
১সত্য সত্য যেন সতী পতি ॥৩৫॥
তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করু অপরাধ, তথাপিও তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥৩৬॥

বানের নিকট প্রার্থনা করিয়া, শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিপ্রয়াসিদিগের দৈন্যই বিভূষণ, ইহাই জানাইতেছেন।

১। সত্য সত্য যেন সতী পতি—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সতী পতিসেবা করিতে করিতে যদি কখন সেই সেবা কার্য্যে ত্রুটিরূপ অপরাধ করেন, তবে পতি তাহা ক্ষমা করিতে বাধ্য ; কিন্তু যদি সেই সতী ব্যভিচার করিয়া অপরাধিনী হন, তবে তিনি পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রীভগবানে মন রাখিয়া, তৎসেবায় যদি কাহারও কখন কোন অপরাধ হয়, তবে সেইজনের সেই অপরাধ শ্রীভগবান ক্ষমা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবৎ পরিচর্য্যা কার্য্যে থাকিয়াও পরদারাদিতে ব্যভি-

কামে মোর হত চিত, নাহি মানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা* ।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, ওহে বাঞ্ছা কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা ॥৩৭॥
মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
নরোত্তম পাবন নাম ধর।
ঘুচুক সংসার নাম, পতিতপাবনশ্যাম,
নিজদাস কর গিরিধর! ॥৩৮॥
নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন সঙ্কীর্ত্তনে।
১অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে ॥৩৯॥
২আন কথা আন ব্যথা,† নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ স্মৃতি সাজে৩।

১। অন্তরায়—কামাদি-কৃত-বিঘ্নঃ।
২। যত্রান্যকথাস্তি তত্রান্যব্যথাস্তি তত্রাহং ন গচ্ছামি।

চরিত হইলে শ্রীভগবান সে অপরাধ ক্ষমাও করিবেন না এবং সেবাও প্রতিগ্রহ করিবেন না।

*। দুর্ব্বাসনা—বিষয়ভোগবাসনা। ৩। পাঠান্তর—মাঝে।
† আন কথা আন ব্যথা=যেখানে শ্রীভগবৎ কথা ভিন্ন অন্য

অবিরত অবিকল,[১] তুয়া গুণ কল কল,[২]
গাই যেন সতের সমাজে ॥৪০॥
[৩]অন্যব্রত অন্যদান,[৪] নাহি কর *বস্তুজ্ঞান,[৫]
[৬]অন্য সেবা অন্য দেব পূজা।
হা! হা! কৃষ্ণ! বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি,
মনে আর নাহি যেন দুজা† ॥৪১॥

* প্রকরণবলাদন্যবস্তুজ্ঞানং, কৃষ্ণ—কৃষ্ণভক্তি—কৃষ্ণ দাসেতরজ্ঞানং।

† দুজা—দ্বৈধং সন্দেহ ইতি যাবং।

কথা আছে, সেথানেই অন্য ব্যথা আছে। তথায় যেন না যাই এবং তোমার চরণ স্মৃতি যেন আমাতে সাজে অর্থাৎ শোভা পায়।

১। অবিকল—বিকল না হইয়া অর্থাৎ অবিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া।

২। কল কল—মধুরমধুর অস্ফুট রবে। ইহা দ্বারা কথা কীর্ত্তন সময়ে প্রেম প্রার্থনা করিলেন।

৩। অন্যব্রত—শ্রীএকাদশী, শ্রীমহাদ্বাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রত ভিন্ন অন্য দেবতার ব্রত।

৪। অন্যদান—শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবোদ্দেশ ব্যতীত অন্য অপাত্রে দান।

৫। বস্তুজ্ঞান—অন্য বস্তু জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যবস্তু জানিতে ইচ্ছা।

৬। অন্যসেবা—শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অন্যের সেবা।

জীবনে মরণে গতি,[১] রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
[২]দোঁহার পীরিতি রস সুখে।
যুগল সঙ্গতি যারা, মোর প্রাণ গলে হারা,
এই কথা রহু মোর বুকে ॥৪২॥
যুগল চরণ সেবা, যুগল চরণ ধ্যেবা[৩],
[৪]যুগলে মনের পীরিতি।
যুগল কিশোর রূপ, [৫]কামরতিগণ ভূপ,
মনে রহু ও লীলা কি রীতি ॥৪৩॥

১। গতি---প্রাপ্য বস্তু।

২। দোঁহার পীরিতিরস সুখে---অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণে যে পীরিতি-রস অর্থাৎ নিজের অকৃত্রিম ভালবাসা সেই সুখে অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণে অকৃত্রিম ভাল বাসিয়া যে সুখ তন্নিমিত্ত, যাহারা যুগল সঙ্গতি অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য নিকটবর্ত্তী তাহারাই আমার প্রাণ ও গলার হার। ইহা দ্বারা শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দে ও শ্রীরূপাদি মঞ্জরীবৃন্দে পরমাদরাতিশয় প্রকাশ করিলেন এবং অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসুখে যাঁহারা তাঁহাদের নিত্য নিকটবর্ত্তী, সেই রাগানুগীয় সাধকমুকুটমণিগণের প্রতি পরমাদরাতিশয় ব্যক্ত করিলেন।

৩। ধ্যেবা---ধ্যান করিবা।

৪। যুগলে---অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনের পীরিতি-- প্রীতি রাখিয়া।

৫। কাম রতিগণ ভূপ---যুগল রূপ কামগণের ও রতিগণের

*দশনেতে তৃণ ধরি, হা ! হা ! কিশোর ! কিশোরি !
চরণাব্জে নিবেদন করি ।
ব্রজরাজকুমার ! শ্যাম ! বৃষভানু-নন্দিনী নাম,
[১] শ্রীরাধিকা রামামনোহারি ! ॥৪৪॥
কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত কাঁই,[২]
†দরপ দরপ করু চূর ।
[৩]নটবর শেখরিণী, নটিনীর[৪] শিরোমণি,
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুরু‡ ॥৪৫॥

১। হে শ্রীরাধিকাদীনাং রামাণাং মনোহারিন্ হে শ্রীকৃষ্ণ !
২। কাঁই—কান্তিঃ ।
৩। নটবরস্ত শ্রীকৃষ্ণস্য শেখরিণী—শিরোভূষণ রূপা ।
৪। নটিন্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ শিরোভূষণ মণিরূপঃ ।

ভূপ, অর্থাৎ শ্রীরাধারূপ কোটি কোটি রতি রূপের অধিশ্বরী ও শ্রীকৃষ্ণরূপ কোটি কাম রূপের অধীশ্বর। এতদ্দ্বারা যুগল রূপের ও সৌন্দর্য্যের মহা পরাকাষ্ঠা দেখান হইল।

* স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত শ্রীরাধামাধবের নিকট নিবেদন করিতেছেন।

† দরপ দরপ করু চূর—দরপ অর্থাৎ কামের দর্প চূর্ণ করেন। কন্দর্পোদর্পকোঽনঙ্গ ইত্যমরঃ।

‡ ঝুর্—ডুবিয়া রহিয়াছে, ইহা দ্বারা গুণের অগাধ সমুদ্রত্ব রূপক হইল। ভোর ও ঝুর কোন কোন পুস্তকের পাঠ।

শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর,
১ভাবভূষণ করু শোভা।
নীল পীত বাস ধর, গোরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুঁহু লোভা২ ॥৪৬॥
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,৩
কহে দীন নরোত্তম দাস।
নিশি দিশি গুণ গাই, পরম আনন্দ পাই,
মনে মোর এই অভিলাষ ॥৪৭॥
৪রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
*লোক-বেদ-সার এই বাণী।

---

* ইয়ং বাণী লোক-বেদ-মতয়োঃ সাররূপা।

১। ভাবভূষণ---অশ্রুপুলকাদিভাবরূপ ভূষণ। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা বাবু রামদয়াল ঘোষ মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

২। অন্তরের ভাবে দুঁহু লোভা---অন্তরের ভাবময় উপাসনা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লুব্ধ হন। কিন্তু ভাবরহিত নানাবিধ বাহ্য উপচারে লুব্ধ হন না। যথা,---

নানোপচার কৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ।
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ॥

৩। অভিনয়---অভিনয়কালে নট-নটিনীদিগের অঙ্গ যেমন বড়ই মধুর হয়, এইরূপ সততই যাঁহাদের প্রতি-অঙ্গ পরম মনোহর।

৪। রাগের ভজন বলিতে রাগানুগা ভজন জানিতে হইবে।

সখীর অনুগা হৈয়া, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া,
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥৪৮॥
শ্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিব গণন।

যেহেতু ব্রজের নিত্যপরিকর ব্যতীত সাধকে রাগোদয় হয় না। রাগময়ী বা রাগাত্মিকা ভক্তি শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যপরিকর-গণে বিরাজিত। সেই রাগময়ী-ভক্তির অনুগতরূপে সাধকের যে ভক্তি প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম রাগানুগাভক্তি। সিদ্ধদেহ অর্থাৎ অন্তরে চিন্তিত শ্রীরাধিকার কিঙ্করীরূপ গোপ-কিশোরী-শরীর। এই শরীর কল্পিত হইলেও পরম সত্য। যেহেতু সাধনশেষে দেহাবসানে উক্ত কল্পিতদেহই থাকিবে।

সর্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব। তাঁহার শরীর সচ্চিদানন্দঘন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসমূহের মধ্যে হ্লাদিনী (আনন্দিনী) শক্তি সর্ব্ব-প্রধান। এই শক্তির সার, প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে মহাভাব নাম ধারণ করেন। এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ। অর্থাৎ অত্যন্ত মহা পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত প্রেমই শ্রীরাধিকাতত্ত্ব। শ্রীললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহবিশেষ। অর্থাৎ শ্রীরাধিকাই আকৃতি-স্বভাব ভেদে শ্রীললিতাদি সখীরূপে বিরাজিত হইতে-ছেন। সুতরাং শ্রীললিতাদি সখীতত্ত্ব আর শ্রীরাধিকাতত্ত্ব প্রায়ই এক। যেমন সাক্ষাদানন্দঘন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ, প্রকৃতির অতীত পদার্থ হইয়াও, পিতা, মাতা, বন্ধু, ভৃত্য এবং প্রেয়সী-

ললিতা, বিশাখা তথা, চিত্রা, চম্পাকলতা,
রঙ্গদেবী, সুদেবী, কথন ॥৪৯॥

বৃন্দের সহিত অনাদিকাল হইতে নিজ নিত্যধামে, নিত্যই মনুষ্যবৎ ব্যবহার করিতেছেন, সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির সারাংশ অত্যন্ত মহা পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেম, শ্রীরাধিকাদি রূপে, পিতা, মাতা, দাসী, সখী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নিত্য মনুষ্যব্যবহার করিতেছেন। মনুষ্য ব্যবহারে শ্রীসখী-গণের স্বরূপ সাধকদিগের ভাবনার আনুকূল্যার্থ লিখিত হই-তেছে।

(১) শ্রীললিতা—গোরোচনা বর্ণা। শিখিপিঞ্ছাম্বরা। বিশোক পিতা। বিশারদী মাতা। ভৈরব পতি। অন্য নাম অনুরাধা। বাম-প্রখর-স্বভাবা। শ্রীরাধা হইতে সাতাইশ দিনের বড়।

(২) শ্রীবিশাখা—বিদ্যুৎবর্ণা। তারাবলী বসনা। মুখরার ভগ্নিপুত্র, পারল পিতা। জটিলার ভগ্নি-কন্যা-দক্ষিণা মাতা। বাহিক পতি। ইহাঁর স্বভাব প্রায় শ্রীরাধিকার মত এবং শ্রীরাধার জন্ম দিনে ইহাঁর জন্ম।

(৩) শ্রীচম্পকলতা—ফুল্লচম্পকবর্ণা। চাষ-পক্ষি-বসনা। আরাম পিতা। বাটিকা মাতা। চণ্ডাক্ষ পতি। শ্রীরাধার একদিনের ছোট।

(৪) শ্রীচিত্রা—কাশ্মীরবর্ণা। কাচাম্বরা। চতুর পিতা। চার্ব্বিকা মাতা। পিঠর পতি। শ্রীরাধার পাঁচিশ দিনের ছোট।

(৫) শ্রীতুঙ্গবিদ্যা—কর্পূর-চন্দন-মিশ্র-কুঙ্কুমবর্ণা। পাণ্ডুবস্ত্রা।

তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্মসখীগণ।
রাধিকার সহচরী, প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি,
প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ ॥৫০॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর,
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করি কুতূহলী ॥৫১॥

দক্ষিণপ্রখরা স্বভাব। পুষ্কর পিতা। মেধা মাতা। বালীশ পতি। শ্রীরাধার পাঁচদিনের বড়।

(৬) শ্রীইন্দুরেখা—হরিতালবর্ণা। দাড়িম্ব-পুষ্পাম্বরা। সাগর পিতা। বেলা মাতা। দুর্ব্বল পতি। বামপ্রখরা। শ্রীরাধার তিন দিনের ছোট।

(৭) শ্রীরঙ্গদেবী—পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণা। জবাপুষ্পবসনা। রঙ্গসার পিতা। করুণা মাতা। বক্রেক্ষণ পতি। এই বক্রেক্ষণ ললিতার পতি ভৈরবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীরাধার তিন দিনের ছোট।

(৮) শ্রীসুদেবী—শ্রীরঙ্গদেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নী। দুই ভগ্নী যমজ—একবর্ণ—একবস্ত্র—এক স্বভাব—রক্তেক্ষণ পতি। রক্তেক্ষণ, বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দুই ভগ্নীরই বামপ্রখরা স্বভাব।

এ সব অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা[1] নিব চাইয়া,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখী মাঝ ॥৫২॥
*বৃন্দাবনে দুই জন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময় বুঝিব রস সুখে[2]।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে ॥৫৩॥
যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগী থাকিব সদায়।

১। অত্যন্ত পরাকাষ্ঠ-প্রাপ্ত ভালবাসার সহিত যে সেবা, তাহার নাম প্রেমসেবা।

২। রস সুখে—ইহাদের প্রতি অনুরাগ নিমিত্ত সুখে।

* এই কয়েকটি ত্রিপদীর দ্বারা রাগানুগাভজন, অত্যন্ত সঙ্ক্ষেপে অথচ বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগোস্বামীপাদ সম্মত রাগানুগাভক্তিদ্বারা পরতমতত্ত্ব ব্রজবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণকে পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরিপূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণাস্বাদ করিয়া শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন আবার শ্রীসখীবৃন্দ সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণাস্বাদ লাভ করিয়াছেন বলিয়া সমধিক সুখী। সেই শ্রীসখীগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাদের মত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করাই, রাগানুগা ভজন। এই রাগানুগা

সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই সে উপায় ॥৫৪॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন গতি,
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার ॥৫৫॥
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।

ভজন, এই মনুষ্যশরীর দ্বারা কদাচ নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এই জন্য মনে মনে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির তুল্য একটী মনোময় শরীর কল্পনা করিতে হয়। এই কল্পিত শরীরের নাম সিদ্ধদেহ। এই সিদ্ধদেহ সাধকগণের ভজন-বিজ্ঞ-শ্রীগুরুপাদ প্রসাদে লাভ হইয়া থাকে। সিদ্ধ-দেহদ্বারা ব্রজভূমিতে শ্রীসখীমণ্ডলে বাস করিয়া, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ সেবা করিতে ভাগ্যবান্ মনুষ্যেরাই সমর্থ হন। একারণ, শ্রীজীবগোস্বামীপাদ সিদ্ধ-দেহকে অন্তশ্চিন্তিত তৎসাক্ষাৎ-সেবোপযোগিদেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধকের সাধনার অবসান হইয়া, জড়দেহ নাশ হইলে, সিদ্ধদেহই শ্রীব্রজধামে জন্ম লাভ করিয়া, শ্রীসখীমণ্ডলে নিত্য বাস করতঃ নিত্য শ্রীগোবিন্দসেবা লাভ দ্বারায় কৃতার্থ হইয়া যায়। অতএব এই মনঃকল্পিত-দেহই পরম সত্য ॥ ৫৩-৫৬ ॥

সখীগণ গণনাতে, আমারে লিখিবে তাতে,
তবহি পূরব অভিলাষ ॥৫৬॥

১সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীঃ।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং* ॥৫৭॥
২কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা† ॥৫৮॥

১। সখীনাং শ্রীললিতা শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনাং সঙ্গিনীরূপাং আত্মানং ধ্যায়েদিতি শেষঃ। কিম্ভূতাং আজ্ঞাসেবাপরাং আজ্ঞয়া তাসামনুমত্যা সেবাপরাং শ্রীরাধামাধবয়োরিতি শেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণমনোহররূপেণ শ্রীরাধিকা নির্ম্মাল্যালঙ্কারেণ চ ভূষিতাং। নির্ম্মাল্য-মাল্য-বসনাভরণাস্তু দাস্য ইত্যুক্তেঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং বাসনাময়ীং চিন্তাময়ীং। ঈক্ষেত চিন্তাময় মেতমীশ্বরমিত্যাদিবৎ।

২। কৃষ্ণং স্মরন্নিতি। স্মরণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যত্বং রাগস্য মনোধর্ম্মত্বাৎ। প্রেষ্ঠং নিজভাবোচিতলীলাবিলাসিনং কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশ্বরং। অস্য কৃষ্ণস্য জনঞ্চ কীদৃশং নিজসমীহিতং স্বাভিলষণীয়ং

* আপনাকে সখীগণের সঙ্গিনী, সখীদিগের আজ্ঞায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাপরা এবং তাঁহাদের নির্ম্মাল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা গোপকিশোরীরূপে চিন্তা করিবে।

† নিজভাবোচিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে ও তদীয় তাদৃশ পরিজনকে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-ললিতা-বিশাখা প্রভৃতিকে

*যুগলচরণ প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি, প্রেমময় পরবন্ধে[১]।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপায় করোঁ রসধাম,
[২]চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥৫৯॥

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-ললিতা-বিশাখা-রূপমঞ্জর্য্যাদিকং কৃষ্ণস্যাপি নিজ-সমীহিতত্বেঽপি তজ্জনস্য উজ্জ্বলভাবৈকনিষ্ঠত্বাৎ নিজসমীহিতত্বা-ধিক্যং। ব্রজেবাসমিতি। অসামর্থ্যে মনসাপি সাধকশরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। সিদ্ধশরীরেণ বাসস্তূত্তরশ্লোকার্থতঃ প্রাপ্ত এব।

১। পরবন্ধে—প্রবন্ধে—শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসবিজ্ঞ ভক্তজন-বিরচিত প্রেমময় কথায়াং মম রতির্ভবতু।

২ চরণে—রাধামাধবয়োরিতি শেষঃ।

স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের কথায় রত হইয়া সমর্থ থাকিলে যথাবস্থিত শরীরে, অসমর্থ হইলে অন্তশ্চিন্তিত শরীরে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে ॥ ৫৮ ॥

* যুগলচরণে যেন প্রীতি থাকে, যেহেতু তথি—তথায় অর্থাৎ যে প্রীতিতে পরমানন্দ লাভ হয়। প্রেমময় পরবন্ধে রতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসবিজ্ঞ ভক্তজন-বিরচিত প্রেমময়-প্রবন্ধে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে রতি যেন থাকে। আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে পড়িয়া রসধাম শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীরাধানাম উপায় অর্থাৎ সাধন করোঁ=করিব।

ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রীতি এবং কৃষ্ণভক্তিরসবিজ্ঞজন-রচিত গ্রন্থে প্রীতি এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন রাগানুগা-ভক্তির মুখ্য সাধন তাহা দেখাইলেন ॥৫৯॥

*মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগলবিলাস স্মৃতিসার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নেই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি[১] সার ॥৬০॥
জলদ-সুন্দর-কাঁতি, [২]মধুর মধুর ভাতি,
বৈদগধি অবধি সুবেশ।

১। বিধিনাং—কর্ত্তব্যোপদেশানাং সারঃ।
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিংকরাঃ ॥
২। মধুর মধুর—মধুরাদপি মধুরং অতিশয়মধুরমিত্যর্থঃ।

১। মনের প্রাণ স্মরণ। যেমন প্রাণ না থাকিলে দেহ বৃথা, সেইরূপ স্মরণরূপ প্রাণ না থাকিলে মন বৃথা। মধুর হইতে সুমধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধাম অর্থাৎ স্থান যথা শ্রীবৃন্দাবনীয় নিভৃত নিকুঞ্জ, কল্পতরুতলে মণিযোগপীঠ প্রভৃতি অথবা ধাম বলিতে শ্রীমূর্ত্তি অর্থাৎ মধুর হইতে সুমধুর শ্রীযুগলরূপ। যুগল-বিলাস—পাশাখেলা, জলকেলি, বনভ্রমণ, উভয়ের রহঃকেলি প্রভৃতি স্মরণই স্মরণের সার। ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় বস্তু নাই। এইরূপ স্মরণই মনের প্রাণস্বরূপ। ইহা সাধ্য এবং ইহাই সাধন। ইহার পর আর সাধ্যও নাই এবং সাধনও নাই, সুতরাং এই তত্ত্ব সকল বিধিসার।

পীত-বসন-ধর, আভরণ-মণিবর,*
†ময়ূরচন্দ্রিকা করু কেশ ॥৬১॥
মৃগমদ-চন্দন, কুঙ্কুম-বিলেপন,
মোহন-মূরতি-ত্রিভঙ্গ।
১নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ ॥৬২॥
ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি-লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধূবৃন্দ।
চরণকমল পর, মণিময় নূপুর,
নখমণি যেন বালচন্দ্র ॥৬৩॥

১। নবীন-কুসুমাবল্যা মধুলোভেন মত্তভৃঙ্গো যস্য সমীপে ভ্রমতীত্যর্থঃ।

* মণিবর—কৌস্তুভ।

† হঠাৎ মহামোহন শ্রীযুগলরূপ ও যুগলবিলাস স্ফূর্তি হওয়ায় পরমানন্দময় তন্মাধুরী বর্ণন করিতেছেন। ময়ূরচন্দ্রিকা করু কেশ—যিনি কেশে ময়ূরচন্দ্রিকা করিয়াছেন অর্থাৎ চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন।

নূপুর মরালধ্বনি, ১কুলবধূ মরালিনী,
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে!
হৃদয়ে বাড়ায় রতি, ২যেন মিলে পতি সতী,
৩কুলের ধরম গেল দূরে ॥৬৪॥

১।২।৩। কুলবধূ মরালিনী, যেন মিলে পতি সতী, কুলের ধরম গেল দূরে, এই কয়েকটী কথা দ্বারা ব্রজের কুলবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেয়সী বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ আপন অনন্যস্পৃশ্যা নিত্য কান্তাগণের অন্য পতি আছে ভাবিয়া, আপনাকে তাঁহাদের উপপতি বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীব্রজদেবীগণ আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহারা শক্তি ও শক্তিমদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় প্রেয়সী হইলেও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া-প্রভাবে, নিত্যপরকীয়া রমণী অভিমানিনী হইয়াছেন এবং অব্যাহত জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণও নিজ নিত্যপ্রিয়া ব্রজদেবীগণের উপপতি বলিয়া অভিমানী হইয়াছেন। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণভিন্ন কদাচ পুরুষান্তর চক্ষু দিয়াও অবলোকন করেন না এবং যাঁহারা তাঁহাদের পতিম্মন্য, তাঁহারাও তাঁহাদের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পান না। অথচ শ্রীযোগমায়া এরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়াগণ, যাঁহাদের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, এরূপ পুরুষে পতি বলিয়া এবং স্বকীয় পতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে উপপতি বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন পুরুষে পতি বলিয়া জানিলেও তাঁহাদের সতীত্ব যায় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণেরও পরদারিকতা হয় নাই। ব্রজবধূগণ যোগমায়া

১গোবিন্দ-শরীর সত্য, তাহার সেবক নিত্য,২
বৃন্দাবন-ভূমি তেজোময়৩।

প্রভাবে আপনাদিগকে অন্যগোপের পত্নী বলিয়া জানেন এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণও, তাহাই জানেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদিতে কুলধর্ম্ম নষ্ট হইল বলিয়া জ্ঞান হয় এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনাকে পররমণীসঙ্গী বলিয়া মনে করেন। এ সকলই ভ্রম; কিন্তু এই ভ্রম অনাদিকাল হইতে একই ভাবে থাকিবে। ইহা শ্রীযোগমায়া-কল্পিত ভ্রম। ইহা অজ্ঞানকার্য্য নহে। এই ভ্রম দ্বারা আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিত্য নব নবায়মান আনন্দরাশি উপভোগ করেন। সুতরাং এই ভ্রমও সচ্চিদানন্দময়—চিৎশক্তির বৃত্তি। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

১। শ্রীগোবিন্দের শরীর জীববৎ জড়ীয় নহে। সচ্চিদানন্দময় শরীর। সুতরাং গোবিন্দশরীর সত্য। এ শরীরের ধ্বংস নাই। ইহার প্রাগভাব নাই। নিত্যই একভাবে নিত্যধামে বিরাজ করিতেছেন। জড়ীয় শরীরে যে সকল দোষ থাকে, শ্রীগোবিন্দের সচ্চিদানন্দময় শরীরে তাহার কিছুই নাই। এ বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ প্রভৃতি অনুশীলন করিতে হইবে।

২। তাহার সেবক নিত্য অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের নিত্যলীলাস্থিত পরিকরগণ গোবিন্দবৎ নিত্য পদার্থ।

৩। বৃন্দাবনভূমি তেজোময় অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন জ্যোতির্ম্ময়, শ্রীবৃন্দাবনভূমি সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-পদার্থ।

ত্রিভুবনে শোভাসার, হেন স্থান নাহি আর,
যাহার স্মরণে প্রেম হয় ॥৬৫॥
*শীতল-কিরণ-কর, কল্পতরু গুণধর,
তরু লতা ছয়-ঋতু-সেবা।
গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
মধুর বিহার অতি শোভা ॥৬৬॥
†ব্রজপুর-বনিতার, চরণ-আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া।

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস,
ব্রজ বিনা ইহার নাহি অন্যত্র বিকাশ।
এবং
"ব্রজবধূগণে এই ভাব নিরবধি",
এবং
নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। ইতি। ভরতঃ।
এ বিষয়ে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ শ্রীস্তবমালাভাষ্যে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৪ ॥

* শ্রীবৃন্দাবনধাম বর্ণন করিতেছেন। শীতল-কিরণ-কর—শীতল-কিরণ অর্থাৎ চন্দ্র,সেই চন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত তরুলতাগণ,কল্পতরু গুণ ধরে এবং এককালে ছয় ঋতুই শ্রীবৃন্দাবনের সেবা করে।

† সাধনের সার উপদেশ করিতেছেন, হে মন! একান্ত

অন্যবোল গণ্ডগোল, না শুনহ উতরোল,[১]
রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া ॥৬৭॥
[২]পাপ পুণ্যময় দেহ, সকলই অনিত্য এহ,
ধন জন সব মিছা ধন্দ।

১। উতরোল—উত্তরলঃ।

করিয়া ব্রজপুর-বনিতার চরণাশ্রয় সার কর। ইহা ভিন্ন আর যত কথা, অর্থাৎ শ্রীব্রজবধূগণের অনুগত ভজন-উপদেশ-ব্যতীত আর যত উপদেশ বা যত অন্যবার্ত্তা, সে সকলই গণ্ডগোল," তাহার মধ্যে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। উতরোল—উচ্ছলিত প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া রাখ অর্থাৎ উচ্ছলিত হইতে উপক্রান্ত হইলে, বহির্ম্মুখের সভায় প্রেম প্রকাশ করিও না। সাধকগণ প্রেমাবেগ যতই ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা ততই আনন্দ লাভ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ প্রেম গোপনে রাখিলে, কেহ প্রেমী বলিয়া সর্ব্বদা কাছে আসিয়া ভজন ভঙ্গ করিয়া, বিরক্ত করিতে পারে না। যথা শ্রীপ্রেমসম্পুটে লিখিত আছে ;—

প্রেমা দ্বয়ো রসিকয়োঃ স্থিরদীপ এব হৃদ্বেশ্মভাসয়তি নিশ্চল এব ভাতি। দ্বারাৎ পুনর্বদনতোপি বহিষ্কৃতশ্চেন্নির্ব্বাতি শীঘ্রমথবালঘুতামুপৈতি।

২। কেহ বলিতে পারেন যে, রাগানুগামার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ আলোচনাই যখন প্রয়োজন, তখন তাহা ত্যাগ করিয়া, দেহাদির

মরিলে যাইবে কোথা, ইহাতে না পাও ব্যথা,
তবু নিতি কর কার্য্য মন্দ ॥৬৮॥
রাজার যে রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।

অনিত্যত্ব আলোচনার প্রয়োজন কি ? তাহার উত্তর এই যে,— দেহে ও স্ত্রীপুত্রধনজন প্রভৃতিতে আসক্তি থাকিলে, রাগানুগা-মার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন কোন প্রকারে হয় না; একারণ ঐহিক সকল বস্তুই অনিত্য জানিতে হইবে। যাঁহার শাস্ত্র বিচার ও সৎ সঙ্গের প্রভাবে, শ্রীভগবান্ ব্যতীত সকল বস্তুই অনিত্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও বিষয়ভোগে ও বিষয়িদিগের সঙ্গে, শরীরে ও স্ত্রীপুত্রধনজনাদিতে আসক্তি হইয়া থাকে। একারণ মধ্যে মধ্যে এই সকল অনিত্য বস্তুর অত্যন্ত মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে (যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রাপঞ্চিক পদার্থ মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিতেছেন) তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিলে আসক্তি কমিতে থাকে। বিশেষতঃ, রাগানুগীয়-অনুৎপন্নরতি-সাধকগণের স্মরণ হইতে মন অপসৃত হইয়া, যখন দেহাদিতে আসক্ত হইবে, তখনই তাঁহারা যদি দেহাদির অনিত্যতা সম্বন্ধে সজ্জনের সহিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে স্মরণে মন প্রবিষ্ট হয়। এই নিমিত্ত উপকারক বলিয়া সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ আলোচনা রাখিয়াও প্রাপঞ্চিক বস্তুর অনিত্যত্ব আলোচনার প্রয়োজন হয়, শ্রীঠাকুর মহাশয় তাহা প্রতিপন্ন করিলেন।

হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
[1]তারে মন ! সদা কর ভয় ॥৬৯॥
পাপ না করিহ মন ! অধম সে পাপীজন,
তারে মুই দূরে পরিহরি ।
[2]পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইহ নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি ॥৭০॥
[3]প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায় ।

১। তারে মন! সদা কর ভয়—অর্থাৎ হে মন! তুমি পরমেশ্বরে সদা ভয় কর। তাঁহাকে ভয় করিলে পাপে মন যাইবে না। যেহেতু যাহাদের ঈশ্বরে ভয় নাই, তাহারাই পাপে প্রবৃত্ত হয়।

২। পুণ্য শব্দে পারত্রিক ও বৈষয়িকসুখোৎপাদক কর্ম্ম বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৈষয়িক সুখের ধাম পুণ্য। এই জন্য তাহার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করাও নিষেধ। কারণ, যাহারা বিষয়াবিষ্টচিত্ত, তাহাদের প্রেমভক্তির কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণাবেশও তাহাদের চিত্তে নাই। যথা,—

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াং ॥৭০॥

৩। প্রেমভক্তি ব্যতীত, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ও বিধিভক্তি পর্য্যন্ত সকলই ক্ষারনিধি অর্থাৎ লবণসমুদ্র তুল্য।

নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিনু উপায় ॥৭১॥
১অন্যের পরশ যেন,* নাহি কদাচিৎ২ হেন,
ইহাতে হইব সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ নাম গান, এই সে পরম ধ্যান,
†আর না করিহ পরমাণ ॥৭২॥
‡কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত,
বিশুদ্ধ ভজন কর মন।

১। অন্যের—যোগিন্যাসিকর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং।

২। কদাচিৎ—আপত্স্বপি যথা স্পর্শনং ন ভবেৎ তথা সাবধানো ভবামি।

* অন্যের পরশ যেন—যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির স্পর্শ অর্থাৎ সংস্রব যাহাতে আপাৎকালেও না হয়, হেন—সেইরূপে সাবধান হইবে।

† আর না করিহ পরমাণ—শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম গান ব্যতীত আর কোন প্রমাণ করিও না অর্থাৎ আর কোন সাধন স্থির করিতে যাইও না।

‡ কর্ম্মী অর্থাৎ কাম্য-কর্ম্মাদি-অনুষ্ঠানকারী কিন্তু শ্রীভগবৎ পরিচর্য্যা-কর্ম্মপরায়ণ-মহানুভবগণ নহেন। জ্ঞানী অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুভবী কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্বানুভবি-ভাগবতগণ

ব্রজজনের যেই রীত,　তাহাতে ডুবাও চিত,
এই সে পরম তত্ত্বধন ॥৭৩॥
প্রার্থনা করিব সদা,　শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
১নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
নৈষ্ঠিক করিয়া মন,　ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
পাপগ্রন্থি হবে পরিচ্ছেদ ॥৭৪॥
রাধাকৃষ্ণ সেবন,　একান্ত করিয়া মন,
চরণকমল বলি যাঁউ।
দোঁহার নাম গুণ শুনি,　ভক্তমুখে পুনিপুনি,
পরম আনন্দ সুখ পাঁউ ॥৭৫॥

নহেন। ইহাঁদিগকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী মধ্যে গণনা করিলে ঘোর অপরাধ হয়। কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত; ইহার অর্থ এই যে, যাহারা কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানশীল, সেই কর্ম্মীগণের মধ্যে এবং যাহারা নির্ভেদ ব্রহ্মানুভব করেন, সেই জ্ঞানীগণের মধ্যে কদাচিৎ যদি ভক্তি দেখা যায়, তাহা হইলেও তাহাদিগকে মিছাভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। যদিচ পরিণামে তাহাদের মধ্যে কাহার ভাল হইতে পারে, তথাপি তাহাদের সঙ্গে নিজেরর ভক্তি বৃদ্ধি হয় না, বলিয়াই এই কথা কহিলেন।

১। নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ—হরিনাম ও মন্ত্র অভি পদার্থ জানিয়া অথবা "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণ" ইত্যাদি প্রমাণবলে

হেম-গোরী-তনু-রাই, আঁখি দরশন চাই,
[1]রোদন করিব অভিলাষ।
জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপে ভুবন পরকাশ ॥৭৬॥
সখীগণ চারিপাশে, সেবা করি অভিলাষে,
সে সেবা পরম সুখ ধরে।
[2]এই মন-তনু মোর, এই রসে সদা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে ॥৭৭॥
রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপ্নেও না বল আন,
প্রেম বিনা আন নাহি চাউ।

নামরূপ মন্ত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতা জানিয়া, শুদ্ধভাবে অর্থাৎ কামবৃত্তি রহিত হইয়া প্রেমকথা আলাপ কর।

১। রোদন করিব অভিলাষ,—এই পাঠ প্রাচীন আদর্শ পুস্তকে আছে। কিন্তু অন্য পুস্তকে, সেবন করিব অভিলাষ, এই পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহা অসঙ্গত ॥৭৬॥

২। এই মন তনু মোর—এই মনঃকল্পিত তনু অর্থাৎ সিদ্ধ-দেহ।

যুগলকিশোর-প্রেম, *যেন লক্ষবান-হেম,
১আরতি পিরিতি রসে ধ্যাউ ॥৭৮॥
জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু এই মত ভক্ত।
†চাতক জলদগতি, এমতি একান্তরীতি,
যেই জানে সেই অনুরক্ত ॥৭৯॥

১। 'আরতি পীরিতি রসে ধ্যাউ—আর্ত্ত্যা প্রীতিসুখস্বরূপত্বেন ধ্যানং কুরু‡। হে মন! ইতি শেষঃ।

* যেন লক্ষবান হেম—মালিন্য নিষ্কাশন করিয়া সুবর্ণ শুদ্ধ করিবার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপের নাম গ্রাম্যভাষায় বান বলে। যতবার অগ্নিতে স্বর্ণ নিক্ষিপ্ত হয়, সুবর্ণকে তত বান বলে। ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫ পাঁচ বান মাত্র সুবর্ণ হইতে পারে; প্রত্যেক বানে সুবর্ণের অধিকাধিক উজ্জ্বলতা ও শুদ্ধি হয়। লক্ষবান হেম এই বিশেষণ অনুপমতা বাচক। শ্রীযুগল-কিশোরের প্রেম, এতই বিশুদ্ধ ও এতই উজ্জ্বল, যে তাঁহার উপমা নাই। স্বর্ণও লক্ষবান হয় না, শ্রীরাধামাধবের প্রেমেরও উপমা হয় না।

† চাতক জলদ গতি ইত্যাদি—চাতকগণ পিপাসায় মরিলেও মেঘমুক্ত জল ব্যতীত অন্য নদ নদীর জল পান করে

---

‡ আরতি পীরিতি রসে ধ্যাউ—আর্ত্তির সহিত প্রেমানন্দে ধ্যান কর।

লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতাজন যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
[১]এই মত প্রেমভক্তি-রীতি ॥৮০॥
বিষয় গরলময়, তাতে মান সুখচয়,
সেই সুখ দুঃখ করি মান।
[২]গোবিন্দ-বিষয়-রস, সঙ্গ কর তার দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি জান ॥৮১॥

না। একান্তগণেরও এই রীতি। অর্থাৎ প্রাণ সঙ্কটেও শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত কৃপা ব্যতীত অন্য কাহারও কৃপা একান্তগণ অপেক্ষা করেন না।

১। একান্ত না হইলে শ্রীব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ হয় না, একারণ একান্ত লক্ষণ দৃষ্টান্তের সহিত বলিলেন।

২। গোবিন্দ-বিষয়-রস—শ্রীগোবিন্দই বিষয়সুখ অর্থাৎ প্রত্যেক তৎসেবোপযোগি ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীগোবিন্দকে বিষয় করিয়া সুখ অনুভব কর। সাধকের অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীগোবিন্দ ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়ীভূত হন। সুতরাং গোবিন্দ-বিষয়-রস ইহার অর্থ সিদ্ধদেহে শ্রীগোবিন্দের প্রেমসেবা।

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, [১]দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট*,
গুণ বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ বিমুখজন, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধন,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥৮২॥
অজ্ঞান বিমুগ্ধ যত, নাহি লয় সত মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
†অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥৮৩॥
আর সব পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন! প্রেম করি আশ।
[২]এক ব্রজরাজপুরে, গোবিন্দ রসিকবরে,
করহ সদাই অভিলাষ ॥৮৪॥

১। দৃষ্ট করি—শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং প্রেমাচরণং দৃষ্ট্বা।
২। এক ব্রজরাজপুরে—মর্ত্ত্য ব্রজমণ্ডল ইত্যর্থঃ।

* "দৃষ্ট করি হয় রুষ্ট" ইহার অর্থ দুষ্টেরা শ্রীকৃষ্ণভক্তের প্রেমাচরণ দেখিয়া রুষ্ট হয়।

† অভিমানী ভক্তিহীন—যে জন বিদ্যাধনাদির অভিমানে মত্ত, সেই জন ভক্তিহীন, অতএব সেই জগমাঝে দীন অর্থাৎ দুঃখী।

নরোত্তম দাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
*হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর,† মিছাই হইনু ভোর,
দুঃখ রহু‡ অন্তরে জাগিয়া ॥৮৫॥
¹বচনের অগোচর, বৃন্দাবন হেন স্থল,
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।
§যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যুদুখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ ॥৮৬॥

১। শ্রীবৃন্দাবনং বিশিংষ্টি বচনের অগোচর ইত্যাদি। বচনের অগোচর—অনির্ব্বচনীয়ং, নির্ব্বক্তুমশক্য মিত্যর্থঃ।

* হেনভক্ত—যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মহাভাগবত।

† ওর—সীমা।

‡ রহু—রহিল।

§ যাহাতে প্রকট সুখ ইত্যাদি ত্রিপদীর অর্থ আপাততঃ বোধ হয় যে, নিত্যলীলার মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবনে জরা মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ নাই এবং সর্ব্বদা সুখ বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আমারা চর্ম্মচক্ষে যে বৃন্দাবন দেখিতে পাই, তাহাতে মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ আছে এবং সুখও সর্ব্বদা নাই বহির্দৃষ্টিতে এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা জানা যায় বৃন্দাবনের সর্ব্বদিকে সুখ প্রকটিত রহিয়াছে এবং তথায় জরা মৃত্যু প্রভৃতি কোন দুঃখই নাই। যদি কেহ বলেন, এখানকার শ্রীবৃন্দাবন-

[১]রাধা কৃষ্ণ ! দুঁহু প্রেম,* লক্ষবান যেন হেম,
[২]যাহার হিলোল রসসিন্ধু ।

১। যুবয়ো মুখচন্দ্রয়ো শ্চকোরারিব যে নয়নে তয়োঃ প্রেমানংস্কুরতি কামৌ ধ্যায়তঃ।

২। যাহার হিলোল ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দাবনস্থ লীলারস এব সিন্ধু, স্তস্য তরঙ্গরূপঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমা।

বাসীগণের ত স্পষ্টই জরা মৃত্যু হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়, তবে দৃশ্যমান বৃন্দাবনে জরা মৃত্যু নাই কেমন করিয়া বলিতে-ছেন ? ইহার উত্তর এই, ব্রজবাসী সকলের জরা মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জরা মৃত্যু নহে। কোন ব্রজবাসীর জরাও নাই এবং মৃত্যুও নাই। তাহা কেবল বহির্ম্মুখদিগের মত লোপ না হইবার জন্য। অর্থাৎ যদি বহির্ম্মুখগণ শ্রীবৃন্দাবন-বাসীগণের জরামৃত্যু না দেখে, তাহা হইলে তাহারা সকলে শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়া অমর হইলে, বহির্ম্মুখ মত লোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভক্তিরও উৎকর্ষ থাকে না, সেইরূপ বহির্ম্মুখ মত (অর্থাৎ হরিভক্তি ব্যতীত অন্যমত) না থাকিলে ভক্তির উৎকর্ষ হয় না। সুতরাং ভক্তবিশেষের চমৎকার জন্য শ্রীব্রজে মায়িক জরামৃত্যু দেখা যায়। ব্রজবাসী এবং ব্রজধামকে

* রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম—বৃন্দাবনের লীলারসসিন্ধুর হিল্লোলই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম।

চকোর নয়ন প্রেম, [১]কাম রতি করে ধ্যান,
পীরিতি সুখের দুঁহু বন্ধু ॥৮৭॥
রাধিকা প্রেয়সী বরা, [২]বামা-দিক মনোহরা,
কনক কেশর কান্তি ধরে।
[৩]অনুরাগে রক্তসাড়ী, [৪]নীলপট্ট মনোহারী,
মণিময় আভরণ পরে ॥৮৮॥
করিয়ে লোচন পান,[৫] রূপ লীলা দুঁহু-গান,
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদবিধি অগোচর, রতন বেদির পর,
সেব নিতি কিশোর কিশোরী ॥৮৯॥

প্রাকৃতসাম্য দেখিলে, কাহারও কোন কালে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয় না।*

১। তোমাদের দুই জনের মুখচন্দ্রের চকোরের ন্যায় যে দুই জনের নয়ন তাহাদের প্রেম-প্রীতিবিশেষ কাম ও রতি ধ্যান করিতেছে। ইহা দ্বারা মদনমোহনরূপ বর্ণিত হইল।

২। বামা—বামস্বভাবা। দিক্‌মনোহরা—দশদিগ্বর্ত্তি স্থাবর-জঙ্গমের মনোহরা। 'বামদিকে' এইরূপ পাঠও কুত্রাপি দৃষ্ট হয়।

৩। অনুরাগে—অনুরাগ হেতু।

৪। নীলপট্ট—কৃষ্ণবর্ণ সাটী।

৫। লোচনপান--রূপামৃত লোচনদ্বারা পান করিয়া এবং

---

* ইহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বিবৃত আছেন।

দুর্লভ ভজন হেন, নাহি ভজ হরি কেন ?
কি লাগি মরহ ভববন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়াকর্ম্ম, নাহি দেখ বেদধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দে ॥৯০॥
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
কৃষ্ণচন্দ্রচরণসুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,
সর্ব্বনাশ জনম বিকার ॥৯১॥
[১]দেহে না করিহ আস্থা, মরিলে যে যম শাস্তা,
*দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু শাস্ত্র মত যজ,
যুগল চরণে কর রতি ॥৯২॥
জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।

১। দেহে না করিহ আস্থা—দেহেস্মিন্ আস্থাং মা কুরু। দেহাভিমানং মাকুর্ব্বিত্যর্থ।

রূপ-লীলাগান করিয়া সহচরীগণ আনন্দে মগ্ন হন। ইহাদ্বারা সখীগণের রাধাকৃষ্ণে পরম নিস্বার্থ প্রীতি ব্যক্ত হইল।

* ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভিন্ন মায়িক পদার্থে অনিত্যতা ও ঘৃণার্হতা দেখাইলেন।

নানা যোনি সদা ফিরে, *কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥৯৩॥
†রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তিরীতি নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার এছার‡ জীবনে ॥৯৪॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তি যোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি,[১] [২]পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ ॥৯৫॥
¶জগৎ ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মূরতি লীলাকথা।

১। নাহি শুনি—শ্রবণং ন কুর্য্যাৎ।

২। পরমার্থ তত্ত্ব জানি—পরমার্থ তত্ত্বং জ্ঞাতব্যং।

* কদর্য্য ভক্ষণ করে—কর্ম্ম কাণ্ডে আসক্ত হইলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তন্নিমিত্ত কদর্য্য ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব হে মন! তুমি জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হইও না।

† শ্রীরাধাকৃষ্ণে ভক্তিহীনের গতি বলিতেছেন।

‡ ছার--তুচ্ছ।

¶ "জগৎ ব্যাপক হরি·· ব্রজপুরে বসতি করিয়া" ইহা

এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥৯৬॥
পরম নাগর কৃষ্ণ, তাহে হব অতি তৃষ্ণ,
[১]ভজ তাঁরে ব্রজভাব লৈয়া।
রসিক ভকত সঙ্গে, রহিব পীরিতি[২] রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিয়া ॥৯৭॥
শ্রীগুরু ভকত জন, তাহার চরণে মন,
অরোপিয়া কথা অনুসারে[৩]।
[৪]সখীর সর্ব্বথা[৫] মত, হইয়া তাহার যুথ,[৬],
সদাই বিহরে[৭] ব্রজপুরে ॥৯৮॥

দ্বারা শ্রীরাগানুগীয় ভক্তদিগের সারাৎসার কর্ত্তব্য বলা হইল। রাগানুগীয় সাধকদিগের সঙ্গ করিবার যোগ্য কে তাহা বলিতেছেন।

১। ভজ তাঁরে—শ্রীকৃষ্ণম্ ভজ।

২। পীরিতিরঙ্গে—যুগল প্রেমকথারঙ্গেন।

৩। কথা অনুসারে—শাস্ত্রকথানুসারেন।

৪। স্বয়ং কি প্রকারে সাধন করিবে তাহা বলিয়েছেন, "সখীর······নরোত্তম দাস"।

৫। সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারে সখীর মত সখীযুথবর্ত্তিনী অর্থাৎ সিদ্ধদেহ হইয়া যে সদাই ব্রজপুরে বিহার করিব।

৬। তাহার যূথ—সখীনাং যূথবর্ত্তিনীভূত্বা।

৭। বিহরে—বিহারং কুর্য্যাৎ।

লীলারস সদাগান, যুগলকিশোর প্রাণ,
প্রার্থনা করিব অভিলাষ।
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥৯৯॥
আন কথা না বলিব, আন কথা না শুনিব,
সকলি করিব পরমার্থ[১]।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা,
ইহা বিনা সকলি অনর্থ* ॥১০০॥
†ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুরে প্রেম সত্য, এই সে পরম তত্ত্ব,
ভজ ভজ অনুরাগ মনে ॥১০১॥

১। পরমার্থ—শ্রীকৃষ্ণভক্তিঃ।

---

* লীলাবিষ্ট ভক্তের স্বাভীষ্টলীলানুশীলন ব্যতীত আর যাহা অর্থাৎ ভাল মন্দ কথা উপস্থিত হয়, তাহা সকলই অনর্থ।

† অনন্ত লীলাবেশকালে তত্ত্বালোচনা করিতে গেলে, স্বাভীষ্ট লীলাস্বাদনসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় বলিয়া, "ঈশ্বরের তত্ত্ব ইত্যাদি"। কিন্তু বলিতেছেন, তত্ত্বালোচনা নিষিদ্ধ নহে, তাহা হইলে "জগৎব্যাপক হরি, অজভব আজ্ঞাকারী," ইত্যাদি বহুস্থানের সঙ্গে বিরোধ হয়।

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, [১]পরম আনন্দকন্দ,[২]
পরিবার-গোপ-গোপী-সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী যার নাম,
সখীসঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে ॥১০২॥
প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিনু ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
[৩]শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী-অনুচরী ॥১০৩॥
সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গে অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা[৪]।

১। "পরমআনন্দকন্দ" স্থানে "সত্যরূপ রসকন্দ" এ পাঠও দেখা যায় কিন্তু এই পাঠই সরল।

২। কন্দ—মূল।

৩। শ্রীগুরু-চরণ-আশ্রয়-পূর্ব্বক তাঁহার সেবা ব্যতীত, প্রেম-ভক্তি কথনই লাভ হয় না, এ নিমিত্ত কহিতেছেন, "শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই" ইত্যাদি।

১। স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা—স্মরণ ও কৃষ্ণকথা অর্থাৎ কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ কীর্ত্তনই ভজন, ইহা ঐকান্তিককৃত্য। ঐকান্তিকতাং গতানান্তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ কীর্ত্তনস্মরণে প্রায়ঃ কৃত্যমস্তন্ন-রোচতে।

[1]প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা॥ ১০৪॥
বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা,
আর যত হৃদয়ের শূল[2] ॥১০৫॥
রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকাচরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তারে মুই যাই বলিহারি ॥১০৬॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যার ধাম,
কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি।

১। প্রেমভক্তি হয় যদি ইত্যাদি।
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভি রিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগ মাশ্বপহিণোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥১০৪॥

২। আর যত হৃদয়ের শূল—স্মরণাবিষ্ট ভক্তের প্রেমভাবে স্বভীষ্ট লীলা কথাই স্মরণের প্রধান উপাদান, কারণ তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই হৃদয়ের শূলতুল্য।

হেন রাধা গুণ গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥১০৭॥
[১]তার ভক্তসঙ্গ সদা, রসলীলা প্রেমকথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নেই,
না শুনিয়ে তার যেন নাম ॥১০৮॥
কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সঙ্ক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথাধন্দ ॥১০৯॥

১। তার ভক্ত সঙ্গে ইত্যাদি—শ্রীরাধিকার ভক্ত সঙ্গে যে ব্যক্তি রসময় লীলাকথা ও প্রেমকথা অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেম-মহত্ত্বসূচককথা করে অর্থাৎ—আলাপ করে, সে ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ লাভ করে। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন, শ্রীরাধিকাভজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া কিরূপে সঙ্গত হয়? যেহেতু যে দেবতার ভজন করা হয়, তাঁহাকেই পাওয়া শাস্ত্র সঙ্গত। ইহার উত্তর শ্রীরাধিকা ভজনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতম ভজন। ইহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি শ্রীগোস্বামিগ্রন্থে সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। একারণ, শ্রীঠাকুর মহাশয় কহিতেছেন "যে করে সে পায় ঘনশ্যাম" শ্রীরাধিকাভক্ত শব্দের অর্থ যাঁহারা সিদ্ধদেহে শ্রীরাধিকার দাসী অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে। কিন্তু স্বতন্ত্র শ্রীরাধা-উপাসক নহে।

১অহঙ্কার অভিমান, ২অসৎসঙ্গ অসৎজ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥১১০॥
*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি তারে সেব,
†প্রেম-কলপতরুদাতা।
ব্রজরাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন,
অপরূপ এই সব কথা ॥১১১॥
নবদ্বীপে অবতার, রাধা-ভাব অঙ্গীকার,
ভাব-কান্তি অঙ্গের ভূষণ।

১। "বিদ্যা-ধনাগার-কুলাভিমানিনো
দেহাদি-দারাত্মজ-নিত্যবুদ্ধয়ঃ।
ইষ্ট্বান্যদেবান্ ফলকাঙ্ক্ষিনো যে
জীবন্মৃতা স্তে ন লভন্তি কেশবং" ॥
২। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমানিতি"। শ্রীমদ্ভাগবতোক্তঃ।

* শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগতি ব্যতীত কেহ কদাচ প্রেমভক্তি-প্রাপ্ত হন না, এই নিমিত্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব-কীর্ত্তন পূর্ব্বক, তাঁহার ভজনের আবশ্যকতা দেখান হইতেছে।

† পাঠান্তর—প্রেম-কল্পতরু-বর-দাতা।

*তিনবাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি,
সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥১১২॥
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কি ভাবে কান্দয়ে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত সমাজ ॥১১৩॥
†গুপতে সাধিবে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।
করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন, সদাই আনন্দ মন,
কৃষ্ণ বিনা আর সব বাধা ॥১১৪॥
১সংসার-বাটুয়ারে, কাম-ফাঁশি বান্ধি মোরে,
‡ফুকার করহ হরিদাস§।

১। অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথিপাতব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিৎ-বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারং নয়তি স যথা ত্বাং মনইতঃ॥

* "তিনবাঞ্ছা" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দ্রষ্টব্য।
† গোপনে সিদ্ধি সাধিবে অর্থাৎ সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের

---

‡ হরিদাস বলিয়া ফুৎকার কর।
§ পাঠান্তর—ফুকারে কহয়ে হরিদাস।

করহ ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা নানা রঙ্গ,
তবে হয় বিপদ বিনাশ ॥১১৫॥
স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত, মরি যায় কত শত,
আপনারে হও সাবধান।
মুই সে বিষয়হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥১১৬॥
[১]রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুনঃ, তার সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য ॥১১৭॥
আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা,
ইহাতে হইব সাবধান।
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ কেহ দোষ,
প্রণমহু ভক্তের চরণ ॥ ১১৮ ॥

প্রেমসেবা করিবে। তদবস্থায় যাহা কিছু অনুভব হয়, তাহা যাহার তাহার নিকট বলিবে না। একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছেন, "আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা"।

১। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর শিষ্য। মহা পণ্ডিত—মহাকবি এবং মহাভক্ত। পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাসের কনিষ্ঠ সহোদর।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মোর যে বলান বাণী,
তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
লোকনাথপ্রভুপদ হৃদয়ে বিলাস,
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস ॥১১৯॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—

সমাপ্তা।



চৌত্রিশা-পদাবলী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়তাং।

ক—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
খ—খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল ॥
গ—গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সঙ্কীর্ত্তনে।
ঘ—ঘরে ঘরে 'হরিনাম' দেন সর্ব্বজনে ॥
ঙ—উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ—চেতন করাইল সবে প্রেম নাম দিয়া ॥
ছ—ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ—জগৎ পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে ॥
ঝ—ঝলমল মুখ যাঁর পূর্ণ শশধর।
ঞ—এমন কোথা না দেখি দয়ার সাগর ॥
ট—টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ঠ—ঠমকে ঠমকে যায় বলে হরি-বোল ॥
ড—ডোর কৌপিন ক্ষীণ কটীর উপরে।
ঢ—ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে ॥
ণ—আন প্রসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত—তান, মান, গান রসে মজাইয়ে মনে ॥

থ—স্থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ—দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল॥
ধ—ধাবই পূরব লীলা পিরীতিপ্রসঙ্গ।
ন—না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ॥
প—প্রেমরসে ভাসাইল অখিল সংসারে।
ফ—ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী ধারে॥
ব—ব্রহ্মা মহেশ্বর যারে করে অন্বেষণ।
ভ—ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্র বদন॥
ম—মত্তমাতঙ্গ গতি মধুর-মন্দ-হাস।
য—যশোমতি মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ॥
র—রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম।
ল—লীলা-লাবণ্য যাঁর অতি অনুপম॥
ব—বসুদেব সুত সেই শ্রীনন্দনন্দন।
শ—শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন॥
ষ—ষড়্ভুজ রূপ হৈল অত্যাশ্চর্য্যময়।
স—সবাকার প্রাণধন গোরা রসময়॥
হ—হরি হরি বলি ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ—ক্ষিতি-তলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ

পাষণ্ডদলন

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী॥
সর্ব্ব বর্ণে যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ ১॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥ ১॥

শুনহ সকল লোক বৈষ্ণব মহিমা।
কিঞ্চিৎ করিয়া কহি মুঞি মূর্খজনা॥
বামন হইয়া চন্দ্র চাও ধরিবারে।
অল্প করি কহি কিছু শুনহ সংসারে॥
অভক্ত ব্রাহ্মণ নহে প্রভুর প্রিয়পাত্র।
শাস্ত্রে বলে যেই ভজে সেই প্রিয়পাত্র॥
অভক্ত বিপ্রের দ্রব্য না করে স্পর্শন।
ইতিহাস সমুচ্চয় শুনহ বচন॥ ২॥

তথাহি ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যে—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥২॥

শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে।
সেই জন ভাগবত জানিহ সংসারে॥
সর্ব্ব বর্ণে সেই শূদ্র যে না ভজে হরি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কথা কহিছে ফুকারি॥ ৩॥

তথাহি পাদ্মে—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥৩॥

দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্র শ্রীচরণে বিরূপ।
শ্বপচ হইতে নীচ শাস্ত্র অনুরূপ॥ ৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥৪॥

বৈষ্ণব দেখিয়া যে বা জাতিবুদ্ধি করে।
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥
নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয়।
ফুকারি ফুকারি ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ ৫॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—

অর্চ্চাবিষ্ণৌ শিলাধীগুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থে-
ঽম্বুবুদ্ধিঃ।

বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যনাম্নোঃ কলুষদহনয়োরন্যসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকীঃ
সঃ ॥ ৫ ॥

বৎসের পশ্চাতে যেন ধায় ধেনুগণ।
তেমতি ভক্তের পাছে ধায় জনার্দ্দন ॥
ভক্তের পশ্চাতে মুক্তি ধায় স্তুতি করি।
সত্য সত্য বলে শাস্ত্র দেখহ বিচারি ॥ ৬ ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ স্তুতিভিঃ সহ ॥৬॥

শাস্ত্রমত প্রমাণের এই দিল সীমা।
কার শক্তি আছে ইহা খণ্ডুক আসিয়া ॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ কৈলা অভিনয়।
নিশ্চয় জানহ সবে সাধু সঙ্গে হয় ॥ ৭ ॥

তথাহি হরিভক্তিকল্পলতিকাগ্রন্থে—

পুণ্যাম্ভোধিভবা তমোবিঘটিনী সৎসঙ্গমূলোত্তমা,
শ্রদ্ধাপল্লবিনী বিরক্তিকলিকা প্রেমপ্রসূনোজ্জ্বলা।
সান্দ্রানন্দরসাবহঞ্চ পরমং জ্ঞানং ফলং বিভ্রতী
সেয়ং শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ভূয়াৎ সতাং প্রীতয়ে॥৭

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সসঙ্গোধু সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

তথাহি মোহমুদ্গরে—

নলিনীদলগত জলবত্তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে
নৌকা ॥ ৮ ॥

যোগি-হৃদি বৈকুণ্ঠেতে নাহি থাকি আমি।
সদা ভক্ত নিকটে রহিয়া গান শুনি ॥ ৯ ॥

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণে পূজে বৈষ্ণবের না করে পূজন।
কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদভাজন ॥ ১০ ॥

তথাহি পাদ্মে শিবোমাসম্বাদে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥১০॥

কৃষ্ণ সেবা হইতে বৈষ্ণব সেবা বড়।
পুরাণে কহিল সত্য এই কথা দৃঢ় ॥ ১১ ॥

তথাহি পদ্মোত্তরখণ্ডে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥১১॥

নৈবেদ্য যে খাই আমি ভক্তের বদনে।
শুন শুন বলি ব্রহ্মা তোমার সদনে ॥ ১২ ॥

তথাহি ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যে—

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্যৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥ ১২ ॥

বৈষ্ণবের বশ কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
এই সব জানি ভজ বৈষ্ণব নিশ্চয় ॥ ১৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাতে উঠি করে যেবা বৈষ্ণবকীর্ত্তন।
শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ তুল্য হয় সেই জন ॥ ১৪ ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দ্বারকামাহাত্ম্যে—

প্রাতরুত্থায় যে নিত্যং বৈষ্ণবানাস্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ যুগে ॥ ১৪ ॥

স্মরণে বা সম্ভাষণে পূজনে সেবনে।
যদিও চণ্ডাল ভক্ত শোধে জনে জনে ॥ ১৫ ॥

তথাহি ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমঃ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥

হেন বৈষ্ণবের গুণ কিবা দিব সীমা।
সানন্দ হইয়া গাও বৈষ্ণব-মহিমা ॥
(১৬)

অচ্যুতানুরক্ত তারা না কর সন্দেহ।
ভাগবত শ্লোকার্থ সুখে মন দেহ ॥ ১৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায়ঃ চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥১৬॥

বৈষ্ণবমহিমা কিছু কহনে না যায়।
ভুবন পবিত্র হয় যাঁহার কৃপায় ॥ ১৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
হসত্যভীক্ষ্ণং রোদিতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ১৭ ॥

প্রভাতে বৈষ্ণব সব বুলে ক্ষিতিতলে।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ভজ সর্ব্বজীবে বলে॥
না শুনি তাহার বোল মায়ার কারণে।
পাপ পুণ্যে রত লোক হত তিন গুণে॥
যমের প্রহার তার না যায় খণ্ডন।
যাবৎ না ভজে গুরু-বৈষ্ণব-চরণ॥
না ভজয়ে পাপীলোকে নিন্দা করে সব।
যমদূত হাতে সেই পায় পরাভব॥
বৈষ্ণবেরে দেখি যেই পাপী নিন্দা করে।
শত শত পাপ আসি সে পাপীরে ধরে॥ ১৮ ॥

তথাহি স্কান্দে মার্কণ্ডেয় ভগীরথসংবাদে—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥
হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥১৮॥

যাঁর রসনাতে সদা তব নাম রহে।
যদিচ চণ্ডাল তাঁহে গুরুতম কহে ॥
যে তোমার নাম লয় সেই সে বেদজ্ঞ।
সেই সে তপস্বী আর করে স্নান যজ্ঞ ॥ ১৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় শ্রবণে যাঁহার।
অঙ্গেতে পুলক আর নেত্রে জলধার ॥
যাঁহার স্মরণে পাপী হয় ভবপার।
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥ ২০ ॥

তথাহি ভারতবিভাগে—

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-
সংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাদুকেভ্যঃ।

কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণেন যেযা-
মানন্দথুর্ভবতি নর্ত্তিতরোমবৃন্দঃ ॥ ২০ ॥

পাষাণ সদৃশ তার জানিয়ে হৃদয়।
হরিনাম নিলে যার নহে প্রেমোদয় ॥
প্রেমের লক্ষণ হয় সাত্ত্বিক বিকার।
অশ্রুকম্প আদি আর নেত্রে জলধার ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈ-
র্ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥২১॥

ভক্তি বিনা কভু কারো চিত্তশুদ্ধি নয়।
চিত্তশুদ্ধি বিনা কভু নহে প্রেমোদয় ॥
প্রেমোদয় না হইতে যে কিছু বিকার।
ভাবের আভাস হয় ধরে ভাবাকার ॥
ভাবাভাস যার হয় সেই ভাগ্যবান্।
অপরাধী জীব নহে তাহার সমান ॥
অপরাধ সত্ত্বে কভু নহেত বিকার।
তাই বলি ভাই সব নাম কর সার ॥
নাম লইতে অপরাধ দূরে যাবে বলে।
দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম পাবে অবহেলে ॥ ২২ ॥

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্‌ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥২২॥

অকিঞ্চনা হরিভক্তি যাঁর ভাগ্যে হয়।
সর্ব্বদেব সর্ব্বগুণ তাঁহাতে উদয় ॥
অভক্তের চিত্ত সদা বিষয়েতে ধায়।
অতএব কভু নহে গুণের উদয় ॥ ২৩ ॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ২৩ ॥

জলময় তীর্থ আর যত দেবগণ।
মৃত্তিকা পাষাণ বিষ্ণুমূর্ত্তি দরশন ॥
পবিত্র করিতে তারা পারে বহুদিনে।
সাধুর দর্শনে পাপ যায় সেইক্ষণে ॥ ২৪ ॥

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ২৪ ॥

প্রথম স্কন্ধের কথা কিঞ্চিৎ কহিব।
যাহা শুনি সবে বলে বৈষ্ণব ভজিব ॥
সাধুসঙ্গে মনুষ্যের যত সুখসিন্ধু।
ভুক্তি মুক্তি তার আগে নহে একবিন্দু ॥
হেন বৈষ্ণবের কৃপা পাইল যে জন।
তাহার ভাগ্যের কথা না যায় কথন ॥ ২৫ ॥

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥২৫॥

এইমতে ভাগবতে কহিছে সঘন।
পাষণ্ড না শুনে, সাধু আনন্দে মগন ॥
তীর্থ সব পবিত্র করিতে হয় মন।
হাঁটিয়া বৈষ্ণব করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
এ হেন বৈষ্ণব সঙ্গে ভবভয় তরি।
তাঁহার কৃপার ফল কহিতে না পারি ॥ ২৬ ॥

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥২৬॥

মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ ২৭ ॥

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥ ২৭ ॥

বৈষ্ণব স্মরণ মাত্রে সর্ব্ব পাপ হরে।
দর্শন স্পর্শন মহিমা কে কহিতে পারে ॥ ২৮ ॥

যেষাং সংস্মরণাৎ সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥

কোটিবিধ ক্রিয়া বৈষ্ণবের পাদোদক।
নিস্তার নাহিক কৈলে যোগ আদি তপ ॥ ২৯ ॥

রহুগণৈতৎতপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।

ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা

মহৎপাদরজোভিষেকম্ ॥ ২৯ ॥

সাধুসঙ্গে অবৈষ্ণবগণ ভক্ত হয়।

অগঙ্গার জল যেনি গঙ্গাতে পড়য় ॥ ৩০ ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

সাধুসঙ্গপরিষ্বঙ্গাৎ সাধোরপি হি সাধুতা।

অগাঙ্গমপি গাঙ্গং স্যাৎ গঙ্গায়াং পতিতং পয়ঃ ॥৩০॥

যে কুলে বৈষ্ণব হয় সে কুল উদ্ধারে।

স্বর্গে নৃত্য করে আর পিতৃলোক তারে ॥ ৩১ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা

বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।

নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং-

যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ম্ ॥ ৩১ ॥

পাপীলোক বলে বৈষ্ণব বলিব কাহারে।

শাস্ত্রে বলে বিষ্ণু উপাসনা যেই করে ॥

হরিনাম-পরায়ণ পূজয়ে কেশব।

কৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ বিষ্ণু জানয়ে বৈষ্ণব ॥ ৩২ ॥

হরিনামপরো যস্তু বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।

কৃষ্ণ মন্ত্রং যো গৃহ্লাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ ॥৩২॥

বৈষ্ণবের জন্ম নহে করম-বন্ধন।

বিষ্ণুর ইচ্ছায় ভবে গমনাগমন ॥

বিষ্ণু অনুচর তাঁরা বিষ্ণুর সেবক।
তাঁহাদের জন্ম কর্ম্ম সকলি পাবক॥
বিষ্ণু সেবকের কভু না ভব-বন্ধন।
সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্ত বিষ্ণুভক্তগণ॥ ৩৩॥

তথাহি পাদ্মে—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাং হি বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
ন দাস্যং বৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্ববন্ধননির্ম্মুক্তা হরিদাসা নিরাময়াঃ॥ ৩৩॥

চণ্ডাল পবিত্র হয় তাঁদের দর্শনে।
সহবাস আলাপন আর পরশনে॥ ৩৪॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে—

দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্॥৩৪॥

জাতি-কুল-সদাচার-ভ্রষ্ট পাপী জন।
ভক্তাশ্রয়ে শুদ্ধ তার হয় দেহ মন॥ ৩৫॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে—

ত্যক্তসর্ব্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাম্॥৩৫॥

জগৎ বঞ্চক ঘোর বিষয়ী যে জন।
কৃষ্ণনাম স্মরি জানি করে উচ্চারণ॥

সে জনে সতের মধ্যে গণিতে হইবে।
তার নিন্দা করিলেই নরকে যাইবে ॥ ৩৬ ॥

তথাহি—

সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনরতাঃ পাপান্ত্যজা নিষ্ঠুরাঃ।
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতা সর্ব্বাধমাস্তেঽপি হি
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণা মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩৬॥

নামের প্রভাবে সেহ হয় ধর্ম্মপর।
ভক্তি ভক্ত অবিনাশী শাস্ত্রের গোচর ॥ ৩৭ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩৭॥

বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা না কর বিচার।
বৈষ্ণবের দোষ গুণ বিচারের পার ॥
বৈষ্ণবে নিষিদ্ধ যদি করিতে দেখিবে।
অবশ্য কারণ কোন আছয়ে জানিবে ॥
কৃষ্ণের পরীক্ষা কোন প্রয়োজন আছে।
অতএব সেই কার্য্য বৈষ্ণব করিছে ॥
কুকর্ম্মী বৈষ্ণব তবু শশাঙ্কের প্রায়।
পাপ তমোরাশি নাশি করয়ে উদয় ॥ ৩৮ ॥

তথাহি নারসিংহে—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা

ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।

নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ

তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ ॥ ৩৮॥

বিকর্ম্ম যে কিছু উঠে ভক্তের হৃদয়ে।

হৃদয়বিহারী হরি নাশে সমুদয়ে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য

ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।

বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-

ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥৩৯॥

সহস্র যাজ্ঞিক নহে বেদান্তীর সম।

বিষ্ণুভক্ত হৈতে সেই বেদান্তী অধম ॥

সহস্র বৈষ্ণব হৈতে একান্তী বিশেষ।

একান্তী ভক্তের পতি হন পরমেশ ॥ ৪০ ॥

তথাহি গারুড়ে—

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।

সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।

একান্তিতস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥৪০॥

পৃথিবীতে সংখ্যাতীত প্রাণী বাস করে।
তার মধ্যে শুভ চিন্তা মানবেই করে॥
তার মধ্যে অধিকাংশ মোক্ষকাম হয়।
মোক্ষকামী মধ্যে কেহ কভু মুক্তি পায়॥
মুক্ত সিদ্ধ মধ্যে যেই নারায়ণপর।
সুদুর্ল্লভ সুদুর্ল্লভ তাদৃশ সে নর॥ ৪১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেবলেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ ৪১॥

অবৈষ্ণব গুরু কভু না করিহ ভাই।
সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব গোসাঞি। ৪২॥

তথাহি পাদ্মে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ গুরোঃ ॥ ৩২

আমার হৃদয়ে থাকে ভক্ত নিরন্তর।
ভক্ত হৃদে বাস মম পাণ্ডব কোঙর ॥ ৪৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৩৩॥

মোর ভক্ত দেখিয়া দুর্ল্লভ করি মানে।
সেই সে আমার প্রাণ কহিল অর্জ্জুনে ॥ ৪৪ ॥

তথাহি আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে—

মদ্ভক্তো দুর্লভো যস্য স এব মম দুর্লভঃ।
তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং মমার্জ্জুনঃ ॥৩৪

কত শত জন্ম যদি পুণ্য করে থাকে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় তবে ইহলোকে ॥ ৪৫ ॥

তথাহি—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥৩৫॥

কপিল গোসাঞি পূর্ব্বে মাতাকে শিখাইলা।
সাধুসঙ্গ মহিমা বিনা অন্য না কহিলা ॥ ৪৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে---

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তদ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

আরও দেখ কুবেরের পুত্র দুই জন।
সাধু দরশন বর করিল প্রার্থন ॥ ৪৭ ॥

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্ন।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥৪৭॥

গৃহস্থ বৈষ্ণব বলি যদি কর ঘৃণা।
তাহার মহিমা কিছু জান পাপীজনা ॥
একবার 'কৃষ্ণনাম' বলিলে পাপ যায়।
গৃহস্থ বৈষ্ণব যত নিরবধি গায় ॥
দেখ দেখ কি মহিমা কহিব তাহায়।
হেন সঙ্গ করে যেই পাপ দূরে যায় ॥
গৃহস্থ বৈষ্ণবের গুণ শুনরে পামর।
পদ্ম পুষ্প ভাসে যেন জলের উপর ॥
সংসারেতে থাকি তারা করে সঙ্কীর্ত্তন।
নিস্তার পাইয়া লভে প্রভুর চরণ ॥ ৪৮ ॥

তথাহি নারসিংহে—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে ভব হয় ক্ষয়।
পাপ দূর হয় তাতে কি বিচিত্র হয় ॥ ৪৯ ॥

তথাহি স্কান্দে—

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রয়াতি
সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষজন্মপাপং
নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রম্ ॥ ৪৯ ॥

নামের যে শক্তি হয় পাপের সংহারে।
তত পাপ জীব কভু করিবারে নারে ॥ ৫০ ॥

তথাহি বৃহদ্বৈষ্ণবে—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ ৫০ ॥

মন্ত্র তন্ত্র দেশ কালে কিছু ছিদ্র হয়।
নামের কীর্ত্তনে তার সব হয় ক্ষয় ॥ ৫১—৫৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে—

মন্ত্রত স্তন্ত্রত শ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥ ৫১ ॥

তথাহি শিক্ষাষ্টকে—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥৫২॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৫৩ ॥

গ্রহণের কালে যদি কোটি গাভি দান।
প্রয়াগেতে কল্পবাস তীর্থে অবস্থান ॥
যজ্ঞাযুত মেরু তুল্য যদি স্বর্ণ দান।
তবু নহে শ্রীগোবিন্দ নামের সমান ॥ ৫৪ ॥

তথাহি লঘুভাগবতে—

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি চিদানন্দময়।
পূর্ণ শুদ্ধ নাম নামী কভু ভিন্ন নয় ॥ ৫৫ ॥

তথাহি—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥৫৫॥

নামী নাম এক বাচ্য অপর বাচক।
উভয় স্বরূপ হয় মঙ্গলকারক॥
পূর্ব্বের অপেক্ষা হয় পরের মহত্ত্ব।
জান সবে শুদ্ধ মনে এই গূঢ় তত্ত্ব॥
বাচ্যের চরণে যেবা অপরাধী হয়।
বাচকের শরণেতে সেহ মুক্তি পায়॥
অপরাধরাশি দূরে করে পলায়ন।
আনন্দ সাগরে নিত্য থাকে নিমগন॥ ৫৬॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে-
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ
মজ্জতি॥ ৫৬॥

নাম গ্রহণাদি হয় শুদ্ধ ভক্তিযোগ।
এই পরধর্ম্ম হয় বাকি কর্ম্মভোগ॥ ৫৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ ৫৭॥

এই ভক্তি যাঁর হয় কৃতার্থ সে জন।
বহু মন্ত্র তন্ত্র যাগে কিবা প্রয়োজন ॥ ৫৮ ॥

তথাহি পাদ্মে—

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বহুবিস্তরৈঃ।
বাজপেয়সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ॥ ৫৮ ॥

সহস্র সহস্র জন্ম তপস্যাদি ফলে।
ক্ষীণপাপ মানবের কৃষ্ণভক্তি মিলে ॥ ৫৯ ॥

তথাহি যোগবাশিষ্ঠে—

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ৫৯॥

দান ব্রত তপঃ শৌচ বেদ অধ্যয়ন।
কৃষ্ণের ভজন বিনা সব বিড়ম্বন ॥ ৬০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীতয়েঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ৬০ ॥

মেঘাচ্ছন্ন দিন কভু না হয় দুর্দ্দিন।
হরিকথালাপ-শূন্য দিন সে দুর্দ্দিন ॥ ৬১ ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

যদচ্যুতকথালাপকর্ণপীযূষবর্জ্জিতম্।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্ ॥৬১॥

নামাভাসে মুক্ত হয় কহে ভাগবতে।
নাহিক অন্যথা ইথে জানিহ নিশ্চিতে ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অত্যদ্ভুতমিদং জ্ঞানং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।

অজামিলোঽপি সঙ্কেতং যৎ কৃত্বা হরিতাং গতঃ ॥৬২

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।

কলিকালে হরিনাম বিনা নাহি আর ॥ ৬৩ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৬৩॥

ত্রিবার সহস্রনামে হয় যেই ফল।

একবার কৃষ্ণনামে হয় সেই ফল ॥ ৬৪ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।

একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥৬৪॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যে জন অন্তিমে।

দেহছাড়ে কৃষ্ণনামে যায় মুক্তিধামে ॥

এক নামে মুক্তি হয় দুই নাম অন্য।

ঋণী রহে শাস্ত্রবাক্যে হয় সেই ধন্য ॥ ৬৫ ॥

তথাহি ভারতবিভাগে—

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে জল্পন্

জন্তুর্জীবিতং যো জহাতি।

আদ্যঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ

ব্রীড়ানম্রৌ তিষ্ঠতোঽন্যাবৃণস্থৌ ॥ ৬৫ ॥

আগম নিগম পড়ি কোন প্রয়োজন।
গোবিন্দের নাম মুখে করহ রটন ॥ ৬৬ ॥

তথাহি লঘুভাগবতে—

কিং তাত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মোক্ষকারণং
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥ ৬৬ ॥

শুদ্ধ বা অশুদ্ধ নাম গ্রহণে শ্রবণে।
স্মরণে কলুষ নাশ হয় সেইক্ষণে ॥
কিন্তু যদি ঐ নাম ধন জন লোভে।
নিহিত পাষণ্ড মধ্যে কভু নাহি শোভে ॥
শাস্ত্র বাক্য নাম হয় সবার তারণ।
বিলম্বে তারিবে কিন্তু জানিহ কারণ ॥ ৬৭ ॥

তথাহি পাদ্মে—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥৬৭॥

মধুর মধুর কৃষ্ণনাম সুমঙ্গল।
বেদকল্পলতিকার চিদানন্দ ফল ॥
শ্রদ্ধায় হেলায় যে বা লয় একবার।
সত্য সত্য সেই তরে এ ভব সংসার ॥ ৬৮ ॥

তথাহি প্রভাসখণ্ডে—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ ৬৮॥

দেশকাল শুদ্ধাশুদ্ধি না রহে বিচার।
অতএব সদাকাল নাম কর সার॥ ৬৯॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মে—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধক॥৬৯॥

হরি পদাশ্রয়ে সর্ব্ব অপরাধ যায়।
নামাপরাধীর কিছু বিশেষ আছয়॥
নামের শরণ বিনা নামাপরাধীর।
কভু মুক্তি নহে এই জানিবা সুস্থির॥
নামের আশ্রয়ে অপরাধের মোচন।
নাম অপরাধে হয় নিশ্চিন্তে পতন॥ ৭০॥

তথাহি পাদ্মে—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥৭০॥

বহুবিধ শাস্ত্রাভ্যাসেতে কাল হরে।
তাহে নানামত বিঘ্ন কালেতে সংহারে॥
অতএব সারাংসার করহ নির্ণয়।
উপাসনা কৃষ্ণবিনা আর কি আছয়॥ ৭১॥

তথাহি—

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহুবিঘ্নতা চ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥৭১॥

কুবাসনা ছাড়ি সদা ভজ মহাপ্রভু।
বাসনা থাকিলে কষ্টে ভক্তি নহে কভু॥
মদ অভিমান ছাড়ি যেবা হয় হীন।
তবেত বলিব তার ভকতির চিন॥
উচ্চ স্থানে জল দিলে নীচ স্থানে যায়।
নীচ হয়ে ভজিলে সে সর্ব্বভক্তি পায়॥
কুবাসনা সদা হয় চণ্ডাল সমান।
এ সব জানিয়া কামে দেহ সমাধান॥
তৃণ হইতে আপনাকে নীচ করি মান।
গুরু হইতে আপনাকে হবে সাবধান॥
অতি দীন হীন দেখি করিবে সম্মান।
এই মত হয়ে সদা কর হরিনাম॥ ৭২॥

তথাহি শিক্ষাষ্টকে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৭২ ॥

নামযুক্ত মন হয়ে পৃথিবী বেড়ায়।
কামনা বিষয় ছাড়ি যেবা আমা গায় ॥
ভক্তি ছাড়ি যেবা মোরে অন্য নাহি চায়।
সত্য তার প্রিয় আমি কহিনু নিশ্চয় ॥ ৭৩ ॥

তথাহি—

যে নামযুক্তা বিচরন্তি ভূমৌ ত্যক্ত্বা
চ কামান্ বিষয়াংশ্চ ভোগান্।
তেষাংশ্চ মুক্তিং পরমাং হি নিষ্ঠাং
দাস্যামি সত্যং মনসা নিযুক্তাম্ ॥ ৭৩ ॥

জ্ঞানী জীব মুক্তি সদা পাইনু করে মনে।
বস্তুত ভক্তের মুক্তি নহে ভক্তিহীনে ॥ ৭৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং
ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৭৪॥

সেই সে পরম ধর্ম্ম পুরুষের হয়।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি যে করয় ॥ ৭৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥৭৫॥

কলিযুগে ধর্ম্ম কর্ম্মে কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়।
নিশ্চয় জানিহ কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করি যে কৃষ্ণ ভজয়।
প্রভু পাপ নাশ করি মুক্ত করি লয় ॥ ৭৬॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৭৬

সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি চারিযুগে হরি।
নানা বর্ণে অবতারে নানা নাম ধরি ॥
ঐ সব যুগে লোক পূজয়ে তাঁহারে।
বিবিধ বিধানে নিজ ভক্তি অনুসারে ॥ ৭৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥৭৭॥

যে যুগে যে ধর্ম্ম তাহা করহ শ্রবণ।
কলি যুগে সঙ্কীর্ত্তন শাস্ত্রের বচন ॥ ৭৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ৭৮ ॥

বিজ্ঞ আর্য্য সারগ্রাহী জন যেই হয়।
সর্ব্বযুগ হতে কলির সম্মান করয়॥
তাহার কারণ শুন হয়ে এক মন।
সর্ব্ব সাধ্য সাধে ইহ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ ৭৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥৭৯॥

সম্যক্ অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকথাতে।
রতি না জন্মায় যদি শ্রম মাত্র তাতে॥ ৮০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥৮০

ধন জন কবিতাদি না করি কামনা।
জন্মে জন্মে ভক্তি লভি এই ত বাসনা॥ ৮১॥

তথাহি শিক্ষাষ্টকে—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ
কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥৮১॥

শ্রীকৃষ্ণ করুণা করি পতিত অধমে।
শ্রীপাদপঙ্কজরেণু ভাবিও চরমে॥ ৮২॥

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥৮২॥

কবে তব নাম লইতে নেত্রে অশ্রুধার।
কণ্ঠরোধ পুলকিত হবে তনু আর ॥ ৮৩ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে
ভবিষ্যতি ॥ ৮৩ ॥

গোবিন্দ বিরহে কবে ক্ষণযুগ হবে।
নেত্রে বারিধারা, শূন্য জগৎ হেরিবে ॥ ৮৪ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥৮৪॥

আলিঙ্গন দাও কিবা দলহ চরণে।
বিরহে মরমপীড়া দাও অদর্শনে॥
যেই তব ইচ্ছা হয় সে বিধান কর।
মুই প্রাণনাথ বিনা না জানি অপর ॥ ৮৫ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু
মামদর্শনাম্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮৫ ॥

সম্পূর্ণ।

শ্রীরাধাদামোদরাষ্টকং।



নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানং।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততোদ্রুত্যগোপ্যা ॥১॥
রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রং।
মুহুঃ শ্বাসকম্পাত্রিরেখাঙ্ক কণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধং ॥২॥
ইতীদৃক্স্ব-লীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥৩॥
বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যংবৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যা বিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥৪॥
ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈর্বৃতং
কুন্তলৈঃস্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।

মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥৫॥
নমো দেব ! দামোদরানন্ত ! বিষ্ণো !
প্রসীদ প্রভো ! দুঃখ-জালাব্ধিমগ্নং।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনংবতানু
গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্তৈব যদ্ব-
ত্ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥৭॥
নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যং ৮॥

শ্রীবৈষ্ণব-সন্দর্ভ।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত। শ্রীব্রজমণ্ডল ও গৌড়-দেশস্থ গোস্বামী-প্রভুপাদগণের অভিভাবকতায় পরিচালিত। বিজ্ঞ বহুদর্শী ও রসতত্ত্বজ্ঞ ভাগবতগণের লেখনীপ্রসূত সৃষ্টিতত্ত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব, নর-নারী রহস্য, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি দার্শনিক ও লোকহিতকর বিবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ। এতদ্ভিন্ন একটী বৈষ্ণবধর্ম্ম-তত্ত্ব মূলক উপন্যাস প্রতি মাসে প্রকাশিত হই-তেছে। সুপাঠ্য, শিক্ষাপ্রদ, সুরুচিকর, সরল সুখসেব্য প্রবন্ধ ও সরস কবিতার অভাব নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ পূর্ব্ব-তন মহাজনগণের বিবিধ অপ্রকাশিত সংস্কৃত রসগ্রন্থ সকল ব্যাখ্যা ও অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতেছেন। এইরূপে যাবতীয় দুর্লভ প্রাচীন রসগর্ভ গ্রন্থ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য ভাণ্ডারের একটী বিশেষ অভাব অপনোদিত করিবে, আশা করা যায়। এ পর্য্যন্ত এ জাতীয় স্বধর্ম্ম প্রচারক, ভাবুক ভক্তগণের একান্ত হৃদয়গ্রাহী, সর্ব্বতত্ত্বময় সুপাঠ্য মাসিক পত্র বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয় নাই। সাধকগণ, ভাবুক রসজ্ঞ ভক্তি-পিপাসুগণ পাঠ করিয়া, অনন্ত অতৃপ্ত আনন্দলাভ করিবেন, বলা বাহুল্য। মাসিক ডিমাই ৮ পেজি ৫ ফর্ম্মায় প্রতিমাস প্রকাশিত হয়। মূল্য ১৷৹ মাত্র। এখনও প্রথম সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীনিত্যসখা মুখোপাধ্যায়।

শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস, শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত—

শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী ! !

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীধরস্বামী, দীপিকাদীপনী, বীররাঘব, বিজয়ধ্বজ, ক্রমসন্দর্ভ, সুবোধিনী, চক্রবর্ত্তী, সিদ্ধান্ত-প্রদীপ এই আটটী টীকা, হিন্দী ভাষায় অনুবাদের সহিত খণ্ডে খণ্ডে দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইতেছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থের অগ্রিম দেয় মূল্য ৫০৲ টাকা। বার্ষিক ১২৲ টাকা। এরূপ অষ্টটীকা সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত কেহ কখন প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। যখন শ্রীভগবান আমাদিগকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে মতি দান ও ব্রতী করিয়াছেন, তখন যে তিনিই নির্ব্বিঘ্নে এ ব্রত উদ্যাপনে প্রধান সহায় হইবেন, সে সাহস আমাদিগের আছে বলিয়াই, এ কার্য্যে আমাদিগের উৎসাহ অটুট ও অক্ষয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজন্যবর্গ ও স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে উৎসাহ দান করিতেছেন। যে গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে কেহ কল্পনা করিতেও সাহস করেন নাই, যাহা একদিন সুদুর্লভ ও কল্পনার অতীত ছিল, তাহা আমরা দ্বারে দ্বারে লইয়া সমুপস্থিত। ভক্তি গ্রন্থের শীর্ষস্থানীয়, পুরাণের শিরোমণি, সর্ব্বসংহিতার শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব বেদান্তের সার যে শ্রীগ্রন্থ শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের ন্যায় পূজিত সেবিত ও সংস্তুত, সেই জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির অদ্বিতীয় ভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীভাগবত হিন্দুর গৃহে গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় অধীত ও আলোচিত হউন, তাহা হইলেই প্রকাশকের উদ্দেশ্য সফলীকৃত হয়। যাঁহারা ভক্তিযাজনই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া জ্ঞাত আছেন, এই শ্রীগ্রন্থ তাঁহারা অবশ্যই একখানি সংগ্রহ করিয়া গৃহে রক্ষা করিবেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। সাংসারিক নানাব্যয়ের মধ্যে একবার এককালিন কিছু ব্যয় করিয়া চির-

দিনের মত এই মহারত্ন সংগ্রহ করিয়া রাখা নিতান্ত অব্যবস্থা বা অকরণীয় নহে।

২। শিখরিণী—[প্রাকৃত বিপ্রলম্ভ, শান্তরতি ও উজ্জ্বল রসাশ্রিত পদাবলী। শিখরিণী প্রকৃতই শিখরিণী,—প্রেমিকের-প্রাণ—রসিক ভক্তের জীবন সর্ব্বস্ব। এক একটী পদ অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া প্রণয়ী হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত করিবে—প্রেমাশ্রুপাতে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিয়া দিবে। রসিক ভক্তগণ এ রস আস্বাদন করিলে ভাবামৃতে অভিসিঞ্চিত হইয়া আনন্দ-আবেশে তন্ময় হইবেন। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। ভিঃ-পিঃ তে ৵০ অধিক লাগে।

৩। জগন্নাথবল্লভ নাটক—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরামানন্দ রায় প্রণীত। হিন্দী অনুবাদের সহিত নাগরাক্ষরে মুদ্রিত। এরূপ সরস গ্রন্থ জগতে অতুলনীয়। মহাপ্রভু এ গীতি রসে বিভোর হইয়া যাইতেন। মূল্য ৸০ আনা, ভিঃপিঃ তে ৵০ আনা অধিক লাগে।

৪। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত—মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় কৃত। শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। শ্রীভাবনামৃত শ্রীবৈষ্ণবের নিত্য চিন্তনীয় শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন লীলাগাথায় পূর্ণ। ভক্তগণ একবার আস্বাদন করিলে, অনন্ত অতৃপ্তি জনিত আনন্দলাভে কৃতার্থ হইবেন। মূল্য ৯ টাকা। ভিঃপিঃ তে ৵০ আনা বেশী লাগে।

৫। শ্রীস্তবপুষ্পাঞ্জলি—শ্রীবৈষ্ণবগণ ও ভক্তিযাজনকারী মাত্রেরই অবশ্য নিত্য অনুশীলনীয় বিবিধ স্তবাবলী।

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীদাসগোস্বামী প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রেষ্ঠপরিকরগণ কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল, টীকা ও অনুবাদ মুদ্রিত। ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। ভিঃপিঃ তে ।০ বেশী লাগে।

৬। পরপক্ষগিরিবজ্র বা অধ্যাস গিরিবজ্র—শ্রীমাধব মুকুন্দচরণ বিরচিত। নাগরাক্ষরে মুদ্রিত, অতি প্রাচীন গ্রন্থ। সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়িত ও মথিত করিয়া নিগূঢ় শাস্ত্র মর্ম্মার্থ অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ জগতে বিরল। এই গ্রন্থে মায়াবাদের সার্দ্ধ তিন শত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র।

৭। শ্রীরায়শেখরের পদাবলী—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন মধুর লীলা-গীতি। অহোরাত্রে ৬৪ দণ্ড আছে, সেই ৬৪ দণ্ডের প্রতি দণ্ডের সময়োচিত লীলাপদ ইহাতে বিরাজিত। মূল্য ৷৷০ আনা, ডাঃমাঃ ৶০।

উপরোক্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী রাজর্ষি শ্রীল রায় বনমালী রায় বাহাদুরের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রেমসম্পুট, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীগোপালচম্পূ, সর্ব্ব-সম্বাদিনী প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থগুলি যন্ত্রস্থ।

শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস, ভ্রমরঘাট শ্রীধাম বৃন্দাবন [জিলা মথুরা]